NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

২ আজ ১২ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প রুটে চলবে শহর

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ১,৫০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ! ২

কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৪ মাঘ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.02.2026, Vol.19, Issue No. 237, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বজয়ের বৈভব

ছোটদের ভারতের ঝুলিতে হাফ-ডজন বিশ্বকাপ

অনূর্ব্ব ১৯ বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ম্যাচের নায়ক বৈভব সূর্যবংশী।

হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারি: বড় ম্যাচে বড় খেলোয়াড় চেনা যায়; এই কথাটাই আবার প্রমাণ করে দিল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল। শুক্রবার ফাইনালের মঞ্চে যে ইনিংসটি খেললেন বৈভব সূর্যবংশী, তা শুধু ভারতের জয় নিশ্চিত করেনি, ভবিষ্যতের এক তারকার আগমনের বার্তাও দিয়ে গেল। চাপের মুহূর্তে নিজেকে মেলে ধরতে পারাই বড় খেলোয়াড়ের আসল পরিচয়, আর বৈভব সেই পরীক্ষায় অনায়াসে পাশ করলেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ভারত তোলে পাহাড়প্রমাণ ৪১১/৯। সেই রানের ভিতটাই গড়ে দেন বৈভব। শুরুতে তিনটি বল তিনি খেলেন রান ছাড়া, যা দেখে অনেকেই একটু অবাক হয়েছিলেন। কারণ বৈভব সাধারণত প্রথম বল থেকেই আক্রমণাত্মক। কিন্তু বড় মঞ্চে পরিস্থিতি বুঝে খেলাটাই যে আসল, তা চতুর্থ বলেই প্রমাণ করেন। অ্যালেক্স গ্রিনকে চার মেরে খাতা খুলে দেন তিনি। নবম ওভারে সেই গ্রিনের এক ওভারে ১৮ রান তুলে নেন। ৩২ বলে অর্ধশতরান করার পর থেকেই পুরোপুরি হাত খুলে খেলতে শুরু করেন বৈভব। প্রথম দিকে চারেই বেশি ভরসা ছিল, কিন্তু সেট হয়ে যাওয়ার পর ছয়ের বন্যা বইয়ে দেন। ফারহান আহমেদের এক ওভারে তিনটি ছয় ও একটি চার মেরে নেন ২২ রান। প্রথম ৫০ আসে ৩২ বলে, আর পরের ৫০ মাত্র ২২ বলেই। শেষ পর্যন্ত ৫৫ বলে দুরন্ত শতরান; ফাইনালের মঞ্চে যা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। ঝড় যখন থামল, তখন ২৫ ওভারেই আড়াইশো পেরিয়েছে ভারত বৈভবের রান ৮০ বলে ১৭৫ বাকিটা আয়ুষ-অভিজ্ঞানদের হাত-যশ

৪১১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুটা করে ধীর গতিতে। প্রতি ওভারে পাঁচের একটু বেশি করে রান উঠছিল। জোসেফ মুরেসকে (১৭) ফিরিয়ে ভারত প্রথম সাফল্য পায়। এরপর বেন ডকিন্স ও বেন মায়েস আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন। দু'জনের জুটিতে আসে ৭৪ রান। মায়েস (৪৫) আউট হলেও ডকিন্স আগ্রাসন ধরে রাখেন। কিন্তু ডকিন্স ও রিউ ফিরতেই ইংল্যান্ডের ইনিংসের ভিত নড়ে যায়। অষ্টম উইকেটে সেলেব ফ্যালকনার ও জেমস মিন্টো ৯২ রানের জুটি গড়ে কিছুটা চাপ তৈরি করেছিলেন। মিন্টো (২৮) আউট হওয়ার পরেও ফ্যালকনার লড়াই চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি ৬৭ বলে ১১৫ রান করে আউট হন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড শেষ হয়ে যায় ৩১১ রানে।

এই জয়ের মাধ্যমে ভারত ছ'বার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতল। শুধু তাই নয়, গত তিন বছরে ভারত জিতেছে পাঁচটি বিশ্বকাপ। এর আগে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ দল দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছে, মেয়েদের সিনিয়র দল জিতেছে একদিনের বিশ্বকাপ, ছেলেরা জিতেছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আর এবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ দলও বিশ্বজয়ী।

এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। এক সময় এই দল নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলেও বোর্ড বুঝতে পেরেছিল, নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না খেলার অভাবই মূল সমস্যা। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলে, এশিয়া কাপ জিতে বিশ্বকাপে আসার ফলই মিলেছে ফাইনালে। দলের মধ্যে তৈরি হওয়া বন্ধন আর চাপ সামলানোর মানসিকতাই ভারতকে আবারও বিশ্বসেরা করল।

জীবনের পরীক্ষার পাঠ মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: শুধু পাঠ্য পুস্তক নয়, জীবনের পরীক্ষার পাঠও দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরীক্ষা পে চর্চা-র নবম সংস্করণ এটি। এবারের পরীক্ষা পে চর্চা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকরা নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষকের ভূমিকায় দেখতে এবং পড়াশোনা নিয়ে তাঁর কাছ থেকে টিপস নিতে।

বলা চলে, প্রধানমন্ত্রী নয়, শুক্রবার শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেল নরেন্দ্র মোদীকে। পড়ুয়াদের মনোবল বাড়ালেন তিনি, বললেন পরীক্ষাকে উৎসবের মতো নিতে। একইসঙ্গে তিনি পড়ুয়াদের সোশ্যাল মিডিয়াও সতর্কভাবে ব্যবহার করতে বলেন। অনলাইন বেটিং গেম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন।

এ দিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী পড়ুয়াদের পেপ-টক দিয়ে বলেন, 'তোমাদের মা-বাবা, শিক্ষক বা পরিচিতরা, যে যাই বলুক না কেন, নিজের উপরে বিশ্বাস রাখো এবং নিজের প্যাটার্ন অনুসরণ করো। আমাদের লক্ষ্য সবসময় সীমার মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু এমন লক্ষ্য নয় যা সহজেই অর্জন করা যায়। সবসময় শিক্ষকের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকো।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী পড়ুয়াদের বোঝান যে প্রত্যেক পড়ুয়ারই একটা নিজস্ব পড়ার ভঙ্গি রয়েছে, তাল রয়েছে। তিনি পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে এরকম সকলের সঙ্গেই হয়। এমনকী তাঁর সঙ্গেও হয়। পড়ুয়াদের বুঝিয়ে বলেন যে কেউ সকালে সবথেকে ভাল পড়তে পারে। কারোর আবার রাত জেগে না পড়লে, পড়া মনে থাকে না। তাই নিজের প্যাটার্নেই ভরসা রাখা উচিত এবং সেই অনুযায়ী পড়া উচিত।

শিক্ষকদেরও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, পড়ানোর গতি এমনভাবে সামান্য এগিয়ে রাখতে, যাতে পড়ুয়াদের পড়াশোনা আরও সহজ হয়। যেমন ইতিহাস পড়াতে গেলে আগেই যদি শিক্ষক জানিয়ে দেন যে পরবর্তী অধ্যায় বা চ্যাপ্টার কী হতে চলেছে, তাহলে পড়ুয়ারাও নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারবে। আরেক পড়ুয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রশ্ন করেন যে দক্ষতা বেশি জরুরি নাকি পরীক্ষার খাতায় নম্বর? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রাখাই আসল দক্ষতা। শিক্ষা গ্রহণ করা, নিজের দক্ষতা বাড়ানো এবং নিজের হবি-কে লালন-পালন করা উচিত। এটাই জীবনের উন্নতির পথ।

একইভাবে জীবনের দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা এবং দুয়ের মাঝে ভারসাম্য রাখার কথা বলেন তিনি। মা-বাবা না থাকলে রান্না করা, ট্রেনের টিকিট কাটাও জীবনের স্কিলের মধ্যে পড়ে। পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই সমস্ত কিছুর উপরও জোর দিতে বলেন তিনি। জীবনে উন্নতির জন্য সুশৃঙ্খল, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ানোর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সোশ্যাল মিডিয়া বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে এবং অনলাইন বেটিং গেম থেকে দূরে থাকতে বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, 'গেমিং অবশ্যই একটা স্কিল। ভারতে এখন ইন্টারনেট ও টেকনোলজি সস্তা। এগুলো সস্তা বলে এর উপরে সময় নষ্ট করো না। নিজের লাভ বা প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করো।'

এসআইআরে সময় বাড়ল উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ৬ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অনুরোধ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ১০ এপ্রিল। এসআইআর প্রক্রিয়ায় আরও সময় লাগবে জানিয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছিলেন। কারণ হিসাবে একাধিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেই চিঠি পাওয়ার পরেই সমস্যাগুলির কথা বিবেচনা করে কমিশন।

বিরোধী বিক্ষোভে দুই কক্ষই মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি: বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে শুক্রবারও মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষ। বাজেট অধিবেশনের পঞ্চম দিনে সংসদের দুই কক্ষই মুলতুবি করা হয়েছে চলতি সপ্তাহের জন্য। সোমবার আবার বসবে লোকসভা ও রাজ্যসভা। ফলে নিষ্ফলা বাজেট অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের বড় সময়টাই।

সভা মুলতুবির পরেও শুক্রবার সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিরোধীরা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করে দেশের কৃষকদের বিপন্ন করে তোলা এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। চলতি বাজেট অধিবেশনে ৬৫ দিনের মধ্যে ৩০ দিন সভা হওয়ার কথা। প্রথমার্ধ ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিরতির পরে ৯ মার্চ আবার বসবে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। ২ এপ্রিল শেষ হবে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব।

সংঘাতের শুরু গত সোমবার বাজেট অধিবেশন অধিবেশনের গোড়া থেকেই। সভা শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণ পরেই বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'ওরা দেশপ্রমিক হতে পারল না।' তার পর বক্তৃতা করতে উঠে লোকসভার বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণের 'অপ্রকাশিত' বই 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি'-র একাংশ পড়তে শুরু করেন। ২০২৪ সালে বইটির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষমেশ তা আর হয়নি। যদিও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই বইটির একাংশ বিভিন্ন সংবাদসংস্থা প্রকাশ করে দেয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সেনাপ্রধান ছিলেন নরবণে। তাঁর ওই বইয়ের অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি ম্যাগাজিনে। ৪৪৮ পাতার ওই বইয়ে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে ডোকলামে ভারত এবং চিনের সেনা যখন মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে, তখন বেজিঙের সাঁজোয়া গাড়ি ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল।

এখনও পর্যন্ত প্রস্তাবিত বাণিজ্যচুক্তির খসড়া কেন প্রকাশ করা হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। ঘোষণা ছিল বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতা করবেন।

অগ্নিমিত্রার মন্তব্যে অগ্নিগর্ভ বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেটের উপর বিতর্কে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার বরাদ্দ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতে শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এনিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল-এর বক্তব্যকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় শাসক ও বিরোধী শিবিরের তীব্র বাকবিতণ্ডা।

বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, চলতি বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এই অর্থ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উন্নয়নে খরচ হবে, না কি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্যের পরই অধিবেশন কক্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শাসক শিবিরের একাধিক বিধায়ক প্রতিবাদে সরব হন।

বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পাল্টা জবাব দেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুরা অপরাধী নন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অবদান রয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের পর উত্তেজনা আরও বাড়ে এবং শাসকদলের বেঞ্চ থেকে একের পর এক প্রতিবাদ শোনা যায়।

ফিরহাদ হাকিম সংখ্যালঘু সমাজকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে কড়া আপত্তি জানান। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের উদাহরণ টেনে , এপিজে আবুল কালাম বা কাজী নজরুল ইসলাম কি অপরাধী ছিলেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই মন্তব্যে অধিবেশন কক্ষের পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে সরকার পক্ষের তরফে অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য অত্যন্ত কুরুচিকর। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, গণতন্ত্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে এভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা যায় না।

জুম্মার নমাজের সময় রক্তস্নাত ইসলামাবাদ

ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানে আবার জুম্মার নমাজের সময় হামলার নিশানা মসজিদ। শুক্রবার দুপুরে রাজধানী ইসলামাবাদের শেহজাদ টাউন এলাকার শিয়া টারলাই ইমামবাড়ার শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন বলে পাক সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডন' জানিয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন দেড়শোর বেশি মানুষ। উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শভকাত মিরজিওয়েভের দু'দিনের পাকিস্তান সফর শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। তিনি ইসলামাবাদে থাকাকালীনই হল এই হামলা।

নিরাপত্তাবাহিনীর আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে ওই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ঘটনার সময় বহু মানুষ মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। সেই সময় মসজিদের ভিতরেই প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন হামলাকারী। কিন্তু তাকে গেটেই আটকে দেয় নিরাপত্তাবাহিনী। তা সত্ত্বেও হামলা আটকানো যায়নি। প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, আগুনে ঝলসে যাওয়া বহু দেহ পড়ে রয়েছে রাস্তায়। অনেকেরই হাত-পা ছিন্নভিন্ন। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মসজিদের একটি ফটক এবং আশপাশের কিছু ঘরবাড়ি। গত বছরের নভেম্বরেও ইসলামাবাদে আদালত চত্বরে আত্মঘাতী হামলায় বহু মানুষ নিহত হয়েছিলেন। পুলিশ আধিকারিক জাফর ইকবাল সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, 'আমরা বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছি। এই মুহূর্তে কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা আমি নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারছি না, তবে হ্যাঁ, অনেকেই নিহত হয়েছেন।'

সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে অতীতেও বেশ কয়েক বার শিয়া মসজিদে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। খাইবার পাখতুনখোয়া এবং পাক পঞ্জাব প্রদেশেই এমন হামলার ঘটনা বেশি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রেও কোনও সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠী আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। কী ভাবে এই বিস্ফোরণ হল, বিস্ফোরণের পিছনে কারা রয়েছে, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোনও গোষ্ঠী এখনও বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। তবে, পুলিশ সূত্র জানিয়েছে যে হামলাকারী এক জন বিদেশি নাগরিক এবং তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র (পাক সরকার যাদের 'ফিতনা আল খোয়ারিজ' বলে) সঙ্গে তার যোগসূত্র মিলেছে।

ভোটের আগে আবার পদ্মাপারে তুলকালাম

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি: সামনেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে ফের উত্তপ্ত হল রাজধানী ঢাকা। শুক্রবার সকালে দেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভে শামিল হলেন সরকারি কর্মীরা। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সেখানে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা যাচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী।

এদিন সকালে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি কর্মীরা শহিদ মিনারের সামনে জড়ো হন। এরপর তাঁরা মিছিল করে জমুনার উদ্দেশে রওনা দেন। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ শাহবাগে পুলিশের আরও একটি ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। লাঠি চার্জের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেল। চালানো হয় জল কামান। বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী ইউনূসের বাসভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ দমন করতে ঢাকার রাজপথে নামানো হয় শয়ে শয়ে পুলিশ কর্মীকে। মিছিল রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়। ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় বহু রাস্তা। টেনে হিঁচড়ে সেখান থেকে তাঁদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন বিক্ষোভকারী। আন্দোলনকারীদের কথায়, 'বিভোক্ষ দমানের নামে পুলিশের এই অত্যাচার অব্যাহত থাকলে, তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে। আমরা আসন্ন নির্বাচন বয়কট করব।' পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, 'আইনশৃঙ্খলার অবনতি যাতে না হয় সেই জন্য আমরা সতর্ক। ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে।'

তাঁদের দাবি, সরকারি কর্মীরা দিনের পর দিন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে নবম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে। আন্দোলনকারীরা স্লোগান তোলেন, 'পেটে ভাত নেই , কীসের উন্নয়ন হচ্ছে?'

অশান্ত পড়শি

আরজি কর দুর্নীতিতে পয়লা চার্জশিট ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা করল ইডি। ইডি-র চার্জশিটে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও নাম রয়েছে বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরার। পাশাপাশি সুমন হাজরার সংস্থা হাজরা মেডিক্যালের বিরুদ্ধে আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে উল্লেখ করেছে ইডি। কলকাতা নগর দায়রা আদালতের ইডির বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৯ অগস্ট ২০২৪ আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়া ধর্ষণ-খুন হন। জরুরি বিভাগের চার তলার সেমিনার হল থেকে দেহ উদ্ধার হয়। চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনে ঘটনায় দেশজুড়ে শোরগোল, আন্দোলন। ঘটনার পরই সামনে আসে আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতি। ওই হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তদন্তের সূত্র ধরেই উঠে এসেছিল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগও। দু'টি মামলায় সমান্তরালে তদন্ত চালিয়েছে সিবিআই। এরপর ইডি তদন্তে জানতে পারে, সন্দীপ ঘোষের সময়কালে বিভিন্ন টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি

আখতারের বিরুদ্ধে জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আরও বিপাকে প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আখতার আলি। এবার আখতার আলির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। আরজি করের দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তে, শুক্রবার আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল আখতার আলির। কিন্তু তিনি এদিন হাজিরা দেননি। এদিন আদালতে আখতারের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল অসুস্থ। তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই প্রসঙ্গে আখতারের আইনজীবী এও জানান, চিকিৎসক তাঁকে বেড রেস্টে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। আদালতে তখন এই বিষয়টি উঠে আসে, গত চার তারিখে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন আখতার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sima Mondal W/o. Hari Mondal, সাং করিণ্যা, পিণ্ডিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Sima Mondal-এর পরিবর্তে, আমার পুত্রের (Ajit Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. Boh-II/75/2006, dated 26/09/2006) Shikha Mondal ও আমার ভোটার কার্ডে (Epic No. NGB1585926) Shima Mondal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sima Mondal, Shikha Mondal ও Shima Mondal W/o. Hari Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Atasi Manna W/o. Benode Kumar Manna, R/o. Debanandapur, Chinsurah, Hooghly-712123, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. WB-BR-2011/20018/1/7631, dated 29/06/2011) আমার পুত্রের/পিতা-মাতার সঠিক নাম Anubrata Manna S/o. Benode Kumar Manna as Father & Atasi Manna as Mother-এর পরিবর্তে Anubrata Bauri S/o. Benode Kumar Bauri as Father & Atasi Bauri (Manna) as Mothe লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র/পিতা-মাতা Anubrata Manna S/o. Benode Kumar Manna as Father & Atasi Manna as Mother এবং Anubrata Bauri S/o. Benode Kumar Bauri as Father & Atasi Bauri (Manna) as Mother সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Mondal (old name) S/o. Late Ratan Mondal, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sandip Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sandip Francis Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sandip Mondal & Sandip Francis Mondal S/o. Late Ratan Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mathew Snehasis Mondal.

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Mubin Rahaman Ostagar @ Sk Mubin Rahaman (old name) S/o. Dabirahamad Ostagar, R/o. Musar, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mubin Rahaman Ostagar @ Sk Mubin Rahaman নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mubinrahaman Ostagar (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mubinrahaman Ostagar & Mubin Rahaman Ostagar @ Sk Mubin Rahaman S/o. Dabirahamad Ostagar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Aijul (old name) S/o. Sk Ehiya, R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Aijul নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Ajijul (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Ajijul & Sk Aijul S/o. Sk Ehiya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Mrigendra Nath Mondal, S/o- Anil Mondal, গ্রাম- সিংহপুর, পো+ থানা ঘাটাল, জেলা- পঃ-মেদিনীপুর। গত ৭-০২-২০২৬ তারিখে ঘাটাল ACJM (1st Class) এর নিকট ২৫ নং এফিডেভিট মূলে আমি Mrigendra Nath Mondal, S/o- Anil Mondal এবং Meghnath Mondal, S/o- Anil Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Rafija Bibi,** W/O Napsur Rahaman, of Benekola, Hariharpara, Murshidabad, West Bengal, Pin-742166, have changed my son's and husband's name from Joni Rahaman Mondal S/O Nafsur Rahaman Mondal to Md Junaid Rahaman S/O Napsur Rahaman vide Affidavit No.887, dated 16/12/2025 sworn before the Judicial Magistrate, Berhampore, Murshidabad. Henceforth, Md Junaid Rahaman S/O Napsur Rahaman and Joni Rahaman Mondal S/O Nafsur Rahaman Mondal is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I **Mainul Islam** Sk S/O Ichharuddin Sekh residing at Vill.- Kantabari, P.O.- Kazipara, P.S.- Jalangi, Dist.- Murshidabad do hereby declare vide affidavit serial no. 10069 dated 27.01.2026 filed in the Court of Ld. S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad that my actual name is Mainul Islam Sk and it is recorded in my Aadhar Card and in all necessary documents. My Son's actual name is Saiful Islam SK which is recorded in my Son's Aadhar Card but in his birth certificate (D.O.B. : 09.11.2001 : Regn No. 454 date of registration 06/12/2001), his name and my name have been recorded as Saiful Islam and Mainul Islam inadvertently.Mainul Islam Sk and Mainul Islam i.e. myself is the same and one identical person.Saiful Islam SK and Saiful Islam i.e. my Son is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I **Mainul Islam** Sk S/O Ichharuddin Sekh residing at Vill.- Kantabari, P.O.- Kazipara, P.S.- Jalangi, Dist. - Murshidabad do hereby declare vide affidavit serial no. 10070 dated 27.01.2026 filed in the Court of Ld. S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad that my actual name is Mainul Islam Sk and it is recorded in my Aadhar Card and in all necessary documents. My Son's actual name is Sainul Islam SK which is recorded in my Son's Aadhar Card but in his birth certificate (D.O.B. : 16/06/1999 : Regn No. 95 date of registration 02/07/1999), his name and my name have been recorded as Sainul Islam and Mainul Islam inadvertently. Mainul Islam Sk and Mainul Islam i.e. myself is the same and one identical person.Sainul Islam SK and Sainul Islam i.e. my Son is the same and one identical person.

Change of Name

I, **ASHOKE KUMAR ROY @ ASHOK KUMAR ROY** S/o Late **KALACHAND ROY,** residing at Gaikata, Jhapetapur, Ward No.-25, P.O.- KGP, P.S.-Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur shall henceforth be known as **ASHOK ROY** as declared In the Court of Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no.1623 dated 04/02/2026. **ASHOKE KUMAR ROY, ASHOK KUMAR ROY** S/o Late **KALACHAND ROY** and **ASHOK ROY** S/o Late **KALACHAND ROY** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kunal Vasa S/o Ramesh Vasa resident at Lansdowne Height, 6, Sarat Bose Road, Flat: 4D, Block: B, P.S.: Ballygunge, Kolkata-700020 have changed my name and shall henceforth be known as Kunal Ramesh Vasa & Kunal R. Vasa to Kunal Vasa as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Alipore vide Affidavit No. 18002 dated 04.02.2026. Kunal Ramesh Vasa & Kunal R. Vasa and Kunal Vasa are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Banka Bimal (According to my Voter I.D.) S/o Sawarmal Banka resident at 21/H, Gora Chand Road, Kolkata-700014 have changed my name and shall henceforth be known as Banka Bimal to Bimal Kumar Banka as declared before the Notary Public at Kolkata vide Affidavit No. 152026 dated 30.01.2026. Banka Bimal and Bimal Kumar Banka are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আমি অশোক কুমার সিং, পিতা - জয় মঙ্গল সিং, বাসিন্দা - স্ট্রিট নং - ৩৮এ, কোয়ার্টার নং - ১৪/এ, আমলাদাহী, পোস্ট অফিস ও থানা - চিত্তরঞ্জন, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩১, আমার একটি মূল দলিল হারিয়ে ফেলেছি। উক্ত দলিলটি ৩১/০১/২০২৬ তারিখে আমলাদাহী মার্কেট এলাকায় কোথাও হারিয়ে যায়। হারানো দলিলটির বিবরণ নিম্নরূপ দলিল নং - ৩৫৭০/২০১৩, নিবন্ধিত জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, বর্ধমান, মৌজা - জোড়েবাড়ি, জে.এল. নং - ৮১, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং - ৫৯। উক্ত বিষয়ে ০৩/০২/২০২৬ তারিখে চিত্তরঞ্জন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে, যার জি.ডি.ই নং - ৭৬। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত হারানো দলিলটে পেয়ে থাকেন অথবা কোনো দাবি থাকে, তবে এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোনো দাবি না জানানো হলে, ধরে নেওয়া হবে যে এ বিষয়ে কারো কোনো দাবি নেই।

যোগাযোগকারী - **অশোক কুমার সিং**
মোবাইল নং - ৯৪৩৪৫৯২৪৩৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবজ্ঞতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্রী নব কুমার ব্যানার্জীর অনুজ ভ্রাতা অশ্বিনী ব্যানার্জী ১২/০৭/২০১৭ থেকে নিখোঁজ। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো জ্ঞান থাকিলে নিম্ন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

নব কুমার ব্যানার্জী
মোবাইলঃ +91 94321 60227

Sd/-
Krishna Nayan Mandal
Mobile : 98301 88500
Advocate, B.A., M.A., LLB
Surveyer Panel Lawyer Central Bank of India

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কৃশানু দে, পিতা- গোপাল দে, বিগত ১৯-০৪-২০০৫ তারিখে D.S.R.-2 বারাসাত অফিসে আমমোক্তার নিযুক্তীয় পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, 328 নং দলিল মূলে মৌজা- উত্তরহাট, জে.এল.-78, দাগ নং R.S.- 1366, L.R- 2953 বাগান, একটি দাগে ও ছয়টি খতিয়ানে (2266, 1870, 2490, 8305, 8306, 8307) 1 কাঠা 8 ছটা বারাসাত D.S.R-I অফিসে-7155 নং দলিল মূলে ০৫-০৮-২০২২ তারিখে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে বারাসাত -I, B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Yasser Arafat
Advocate
Barasad Judges Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহঃ রফিক, ২)মহঃ জিয়াদ আলি, ৩)মহঃ নুর ইসলাম, ৪)মহঃ সামসের আলি**, সকলের পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি, সকলের সাকিম রামেশ্বরপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, **৫)মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন (বিবি)** স্বামী মহঃ সামসুদ্দিন, পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি, সাকিম নওপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৮/১১/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00334/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(মহঃ হাফিজউদ্দিন**, পিতা মরহুম মহঃ কোরবান আলি, সাকিম রামেশ্বরপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা রামেশ্বরপুর, ৮৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৯৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৯৮৯ তথা হাল এল.আর. ১০৭২ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০৮ শতক তন্মধ্যে বিগত ইং ৩০/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-06908/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মোঃ মাসুমা বেগম**, স্বামী সেখ গোলাম আম্বিয়া, সাকিম তাড়াল, দক্ষিণ রসুলপুর, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৪১৩ মহাশয়াকে ০১ শতক সম্পত্তি এবং ২)I-06910/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মোঃ আলিমা বেগম,** স্বামী সেখ গোলাম মোস্তাফা, সাকিম তাড়াল, দক্ষিণ রসুলপুর, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৪১৩ মহাশয়াকে ০১ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)মোঃ মাসুমা বেগম**, স্বামী সেখ গোলাম আম্বিয়া এবং **২)মোঃ আলিমা বেগম**, স্বামী সেখ গোলাম মোস্তাফা, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহঃ হাফিজউদ্দিন (আমমোক্তার)**

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Ganesh Das**, পিতা- মৃত Jamini Kanta Das ওরফে Jamini Das, গ্রাম ও পোঃ- সোনাটিকরী, থানা- খানাকুল, জেলা- হুগলী, পিন- 712406, পশ্চিমবঙ্গ। গত 08.01.2026 তারিখে আরামবাগ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এক হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, আমার বিভিন্ন নথিতে আমার ও আমার পিতার নাম **Ganesh Das, S/o- Jamini Kanta Das; Ganesh Ch. Das, S/o- Jamini Kanta Das** এবং **Das Ganesh, S/o- Jamini** হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সকল নাম একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমাকেই বোঝায়। এখন থেকে আমি **Ganesh Das** পিতা- **Jamini Kanta Das** নামে পরিচিত হব।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২৪শে মাঘ। শনি বার। ষষ্ঠী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে দুর্ঘটনা

জগৎবল্লভপুরে জখম ৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হল ছ'জন ছাত্র। শুক্রবার হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের হঁতাল এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে দ্রুত কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত পরীক্ষার্থীরা সবাই বড়গাছিয়া প্রিয়নাথ স্কুলের ছাত্র। ইতিহাস পরীক্ষার জন্য তাদের কেন্দ্র পড়েছিল হঁতাল বিশালাক্ষ্মী হাইস্কুলে। পরীক্ষা শেষে তাঁরা দুটি মোটরসাইকেলে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। মাঝপথে একটি বাইক আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছে ধাক্কা মারে। সেই সময় পেছন থেকে আসা দ্বিতীয় বাইকটিও সামলাতে না পেরে প্রথম বাইকের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

দুর্ঘটনার শধ শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, হঠাৎ বিকট শধ শুনে দেখি ছেলেগুলো রাস্তায় পড়ে রয়েছে, রক্তাক্ত অবস্থায়। স্থানীয়রাই প্রথমে আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, এক ছাত্রের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। সাময়িকভাবে ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।

আজ ১২ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প রুটে চলবে শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও নিরাপত্তাজনিত কাজের জন্য আজ টানা ১২ ঘণ্টা যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগকারী এই ব্যস্ত সেতু দিয়ে কোনও ধরনের গাড়ি চলবে না বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, হুগলি নদী ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির তত্ত্বাবধানে সেতুর স্টে-কেবল, হোল্ডিং কেবল ও বেয়ারিং বদলের কাজ হবে। প্রশাসনের বক্তব্য, জনসাধারণের নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে, তাই অস্থায়ীভাবে সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকায় শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আগাম ডাইভারশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী যানবাহনকে মূলত হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য এজেসি বোস রোড, হেস্টিংস, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, কেপি রোড ও রেড রোডকে বিকল্প পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খিদিরপুর, জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড ও ওয়াই-চ্যানেল সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও নির্দিষ্ট রুট ধরে যান চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষকে আগেভাগে যাত্রাপথ ঠিক করে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে অফিসযাত্রী, দূরপাল্লার গাড়িচালক এবং হাওড়া স্টেশনগামী ট্রেনযাত্রীদের হাতে বাড়তি সময় নিয়ে বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ১,৫০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন প্রায় দেড় হাজার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। ফেব্রুয়ারির দু'দিনে দিল্লিতে এই পর্যবেক্ষকদের ব্রিফিং তথা প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দফায় মোট ১,৪৪৪ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এই বৈঠকে অংশ নেন বলে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করা হবে। ব্রিফিংয়ে ৭১৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ২৩৩ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৪৯৭ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক অংশ নেন।

ব্রিফিং চলাকালীন ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, আয় ব্যয় নজরদারি, তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়া-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষকদের বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পাশাপাশি ইভিএম ব্যবহারের খুঁটিনাটি হাতে কলমে শেখানো হয়। শেষ দিনের বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, আইন ও কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই নির্বাচন পরিচালিত হবে, এর কোনও ব্যতিক্রমের সুযোগ নেই। পর্যবেক্ষকদের মুক্ত, অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনের আহ্বানও জানান তিনি।

হাওড়া পুরসভায় বাড়বে ওয়ার্ড সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। নতুন প্রশাসনিক পরিকাঠামোর আওতায় পুরসভার সঙ্গে আরও ১৬টি ওয়ার্ড যুক্ত করার প্রস্তাব আনা হচ্ছে বিধানসভায়। এই মর্মে হাওড়া পুর আইনে সংশোধনী বিল পেশ করা হবে শনিবার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে। বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। বর্তমানে হাওড়া পুরসভায় মোট ৫০টি ওয়ার্ড রয়েছে। নতুন বিল আইনে পরিণত হলে ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৬৬। সংশোধনী বিলের উপর আজ বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার কথা।

প্রশাসনিক সূত্রের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিষেবা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড যুক্ত হলে নাগরিক পরিষেবা আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে সরকার।

কেন্দ্রীয় বাজেটে মিড ডে মিলের কর্মীদের জন্য অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ক্ষোভ, তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভ মৌলালিতে। ছবি: অদিতি সাহা

তারা টিভি, ওয়ান ফোক চ্যানেল, পান্থপাদপ এবং সহজিয়া ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে লোকসংগীত কর্মশালা ও গানের আসর। প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত দুই শিল্পী কিরণচন্দ্র রায় ও চন্দনা মজুমদার। আগামী ১০ তারিখ আয়োজিত হবে লোকসংস্কৃতি উৎসব, সেখানেও উপস্থিত থাকবেন এই কিংবদন্তীরা।

জলদাপাড়ায় বনদপ্তরের সাফল্য, কোটি টাকার খয়ের কাঠ-সহ ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের খয়ের কাঠ পাচারের চেষ্টা রুখে দিল বন দপ্তর। এই ঘটনায় ভিন রাজ্যের চারজন-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি বড় কন্টেইনার এবং সেটিকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া একটি বিলাসবহুল গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছেন বনকর্মীরা।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীদের কাছে খবর আসে যে, একটি বড় কন্টেইনারে করে বিপুল পরিমাণ খয়ের কাঠ পাচার করা হচ্ছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে তখনই পুঁটিমারি এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ওত পেতে থাকেন বনকর্মীরা। কন্টেইনারটি সেখানে পৌঁছতেই সেটিকে আটক করা হয়। একইসঙ্গে কন্টেইনারটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া বিলাসবহুল গাড়িটিকেও ধরে ফেলেন তদন্তকারীরা। এই পাচারচক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ ও বনদপ্তর মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন হিমাচল প্রদেশের সোলান জেলার বাসিন্দা যশ পাল (৫৩) ও তাঁর ছেলে রহিত পাল (২৩)।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রোয় যান্ত্রিক সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা দক্ষিণেশ্বরের মেট্রো স্টেশনে আচমকা যান্ত্রিক সমস্যার জেরে শুক্রবার মেট্রো চলাচলে সাময়িক বদল করল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তাজনিত সতর্কতায় আপাতত বারাহনগর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সীমিত অংশে ট্রেন চালানো হয়। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রুটির উৎস খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কারিগরি বিশেষজ্ঞরা। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রী সুরক্ষা ও রেকের নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। রাত ৯ টার পর মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

গানে গানে লতা-স্মরণ

কলকাতায় চাঁদের হাট বসাল 'মিউজিক জোন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণ দিবসে গানে গানে বিনম্র শ্রদ্ধা জানালো 'মিউজিক জোন কলকাতা'। শহরের এক প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মূল কাণ্ডারি ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতানুরাগী দীপান্বিতা মজুমদার। ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের কালজয়ী সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ও নতুন প্রতিভা তুলে ধরতে এই সুরসফরের আয়োজন। বাংলা ও বাঙালির প্রিয় লতা জি-কে স্মরণ করতে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, এমনকী সুদূর মুম্বই থেকেও প্রতিভাবান শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া রেট্রো গানগুলি পরিবেশন করেন। উদ্যোক্তা দীপান্বিতা মজুমদার জানান, লতা মঙ্গেশকর মানেই এক চিরকালীন অনুভূতি। তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না। তাই মুম্বই এবং কলকাতার শিল্পীদের এই যৌথ অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। কেবল গান নয়, স্মৃতিচারণার মাধ্যমেও কিংবদন্তী শিল্পীর জীবনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৪ মাঘ ১৪৩২ শনিবার

রাজ্য বাজেট কাগুজে আশ্বাস, বাস্তবে কার্যকর করার পথ নেই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চড়ালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনী বছরে সীমিত সময়ের আর্থিক অনুমোদনের বদলে সরকার কার্যত পূর্ণাঙ্গ বাজেটের ভঙ্গিতে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, ভোট অন অ্যাকাউন্টের লক্ষ্য কয়েক মাসের প্রশাসনিক ব্যয় চালানো; এর বাইরে নতুন সুবিধা ঘোষণার নৈতিক ও আইনি ভিত্তি নেই। শুভেন্দুর বক্তব্য, নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এপ্রিল থেকে ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। আইসিডিএস, আশা কর্মী, প্যারা টিচার, সিভিক ভলান্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশের ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এগুলো কাগুজে আশ্বাস; বাস্তবে কার্যকর করার পথ নেই। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ তোলেন, বহু চুক্তিভিত্তিক কর্মী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, সর্বশিক্ষা কর্মী ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়েছে, যা বৈষম্যের ইঙ্গিত।

বেকারত্ব ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা রাজ্যের

পুরনো কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে যুবশ্রী প্রকল্পের অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মন্তব্য, নতুন বেকার ভাতা আসলে পুরনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি। নিয়োগে দুর্নীতি ও আদালতের হস্তক্ষেপের কথাও তুলে ধরে তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও স্থায়ী কর্মসংস্থানই অগ্রাধিকার পাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে বাজেটকে ঘিরে এই আক্রমণ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণকে আরও স্পষ্ট করল।

এছাড়া, নন্দীগ্রামের বিধায়কের বক্তব্যে স্পষ্ট, সরকারের পেশ করা বাজেটকে তিনি কোনওভাবেই সীমিত সময়ের আর্থিক অনুমোদন হিসেবে মানতে রাজি নন। বরং তাঁর অভিযোগ, ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে এই বাজেট আসলে রাজনৈতিক প্রচারের দলিল।

লদীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতা বিজেপির পালটা প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, আপনারা ভাতা বাড়াচ্ছেন, আর আমরা বলছি; ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মা-বোনেরা পাবেন মাসে ৩০০০ টাকা। তবে আক্রমণের পাশাপাশি কিছু প্রশাসনিক দাবিও রাখেন শুভেন্দু। বিধায়ক তহবিল বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এই অল্প টাকায় এলাকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন বৃদ্ধির আবেদনও জানান তিনি। বক্তব্যের শেষে স্লোগান তুলে সভাকক্ষ উত্তপ্ত করেন বিরোধী দলনেতা।

মহেশতলায় ভুয়ো কল সেন্টারের হদিশ, গ্রেপ্তার ৮

ল্যাপটপ, মোবাইল-সহ বিপুল ডিজিটাল তথ্য উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা সাইবার পুলিশ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও ডিজিটাল প্রমাণের ভিত্তিতে মহেশতলা থানার গ্রিনফিল্ড সিটি এলাকায় অভিযানে নেমে একটি অবৈধ কল সেন্টারের হদিস মেলে। শুক্রবার ভোর ৩টা ৪০ থেকে ৩টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে একটি ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা ভুয়ো পরিচয়ে মাইক্রোসফটের টেকনিক্যাল সাপোর্ট সেজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতারণা করছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা

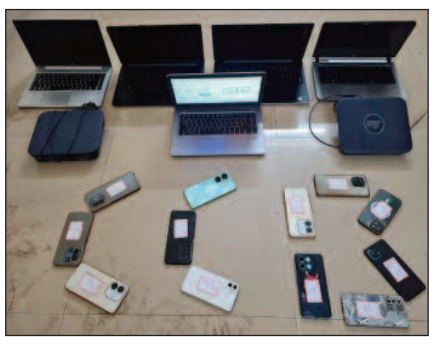

গিয়েছে, অভিযানে পাঁচটি ল্যাপটপ, দু'টি ওয়াই-ফাই রাউটার, বারোটি মোবাইল ফোন এবং বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল তথ্য ও নথি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর একাধিক ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো কাস্টমার কেয়ার নম্বর ছড়িয়ে দিয়ে ভুক্তভোগীদের টিমভিউয়ার, অ্যানিডেস্কের মতো রিমোট অ্যাকসেস অ্যাপ ইনস্টল করাত। এরপর অনলাইন ব্যাংকিং তথ্য হাতিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হত এবং তা বিদেশি অ্যাকাউন্ট বা ডিজিটাল ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হত। পরিচয় গোপন রাখত ভিপিএন ব্যবহার করা হত বলেও জানা গেছে। পুলিশ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

এই সরকার আর দিশা দেখাতে পারছে না: বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট প্রকাশের পরই তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বিপ্লব কুমার দেব। শুক্রবার পানিহাটিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, এই বাজেটই প্রমাণ করে দিয়েছে যে রাজ্যে শাসকদলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অস্তাচলের পথে। বিপ্লব দেবের কথায়, এই বাজেট দেখলেই বোঝা যায় সরকার মানুষের আস্থা হারিয়েছে। বিদায়ের সময় এসে গিয়েছে; এ কথা আর গোপন নেই। তাঁর দাবি, ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে বাস্তব উন্নয়নের বদলে কেবল

অস্থায়ী ঘোষণা আর প্রতিশ্রুতির ওপর ভর করে বাজেট সাজানো হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ।

তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন নিজের চোখে দেখছে, এই সরকার আর দিশা দেখাতে পারছে না। বাজেটের প্রতিটি পাতাই সেই বার্তাই দিচ্ছে। বিজেপি নেতার মতে, রাজ্যের আর্থিক নীতিতে স্থায়িত্বের অভাব এবং কর্মসংস্থান নিয়ে স্পষ্ট রূপরেখার অনুপস্থিতি সরকারের দুর্বলতাকে সামনে এনেছে।

এদিন পৃথক প্রসঙ্গে কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন বিপ্লব দেব। গান্ধি পরিবার সংক্রান্ত মন্তব্যে তিনি বলেন, নামের জোরে ইতিহাস দখল করা যায় না। মানুষ জানে, পরিচয়ের আড়ালে কী সত্য লুকিয়ে আছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যে বিজেপির আক্রমণাত্মক প্রচারের রূপরেখাই স্পষ্ট করলেন বিপ্লব দেব।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বাংলাদেশি জেএমবি জঙ্গির ৮ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বাংলাদেশি জেএমবি জঙ্গি বোমারু মিজানের কারাদণ্ডের কথা ঘোষণা করল কলকাতা নগর দায়রা আদালত। সূত্রে খবর, খাগড়াগড়ের বোমা বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত বোমারু মিজান আলিপুর জেল থেকে পালানোর ছক কষেছিল। এই ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স ইউএপিএ ধারা রুজু করে। বৃহস্পতিবার এই মামলায় জামাত উল মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) বা জেএমবির জঙ্গি জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমারু মিজান ওরফে কওসরকে ৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সুকুমার

রায় ওই সাজা ঘোষণা করেন।

এই মামলায় আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী দীপঙ্কর কুণ্ডু জানান, আলিপুর জেলে থাকার সময় সঙ্গীদের সাহায্যে পালানোর ছক কষে বোমারু মিজান। জেল থেকে আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশের উপর পেট্রোল বোমা ছুড়ে মিজানকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ছক কষা হয়। ২০১৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ মামলা দায়ের করে। এই অভিযোগে এসটিএফ দশজনকে গ্রেপ্তার করে। ইউএপিএ, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিস্ফোরক ব্যবহার, অনুপ্রবেশের ধারা প্রয়োগ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়। এই মামলায় আগেই ৬ জনের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা হয়েছিল। বুধবার আদালতে দোষ স্বীকার করে বোমারু মিজান। এরপর বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করে আদালত।

‘ভাতা নয়, বেতন চাই’

১১ দফা দাবিতে পথে আশাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের কল্পতরু বাজেটেও খুশি নন আশাকর্মীরা। এবার ১১ দফা দাবিতে পথে নামেন তাঁরা। তবে স্বাস্থ্যভবনের সামনে ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। পুলিশি বাধা পেয়ে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন আশাকর্মীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, ‘ভাতা নয়, বেতন চাই। প্রতিনিধিদলকে স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে দিতেই হবে।’

সম্প্রতি আট দফা দাবিতে পথে নেমেছিলেন আশাকর্মীরা। তা নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা। এদিকে অন্তর্বর্তী বাজেটে সেই আশাকর্মীদের জন্য একগুচ্ছ উপহার দিয়েছে রাজ্য। কিন্তু এই ভাতাবৃদ্ধিতে একেবারেই খুশি নন আশাকর্মীরা। তাই শুক্রবার ফের পথে নামলেন আশাকর্মীরা। এবার ১১ দফা দাবিতে সরব তাঁরা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারে রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে,

এতদিন যেখানে আশা কর্মীরা মাসিক ৫,২৫০ টাকা ভাতা পেতেন, সেখানে এবার অতিরিক্ত ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে তাঁদের মাসিক ভাতা দাঁড়াবে ৬,২৫০ টাকা। পাশাপাশি, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিয়ে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে আশা কর্মীরা ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা পাবেন। এছাড়াও, কর্মরত অবস্থায় কোনও আশা কর্মীর অকালমৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এতগুলি ঘোষণা সত্ত্বেও আশাকর্মীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের বহু মাসের বকেয়া এখনও মেটানো হয়নি। পাশাপাশি, কর্মবিরতির সময় বিভিন্ন ব্লকে তাঁদের উপর মানসিক নির্যাতন ও প্রশাসনিক হয়রানি চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। আরও দাবি করা হয়েছে, কাজের জন্য যে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ন্যূনতম সাড়ে ৩৫০ টাকার ৫জি প্যাকেজ রিচার্জ করতে হচ্ছে, যার কোনও আলাদা ভাতা মিলছে না। তাঁদের সাফ কথা, ‘আমরা ১০০০ টাকার জন্য আন্দোলন করিনি। আমরা বেতন চেয়েছি। ওনাকে ভাতা বাড়াতে হবে না। ওই হাজার টাকা আমরা ফেরত দিচ্ছি। লোকে বাড়িতে বসে ৫০০ টাকা বাড়তি পাবে, আমরা পরিশ্রম করে বেতন পাব না?’ এপ্রসঙ্গে এই আন্দোলনের নেত্রী ইসমাতারা খাতুন বলেন, ‘আমাদের দাবির প্রতি সুবিচার হল না। বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলাম এদিনের কর্মসূচির কথা। তা সত্ত্বেও লৌহকপাট তৈরি করা হল কেন? আমরা তো মারপিট করতে আসিনি।’ তাঁদের সাফ কথা, দাবি পূরণ না হলে ৩১ মার্চের মধ্যে সারাবছরের যে কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে হয়, তা তাঁরা দেবেন না।

ভোটার তালিকা সংশোধনে অগ্রগতি, শুনানিতে অনুপস্থিতদের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আনল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ জন ভোটারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ভোটারদের একাধিকবার শুনানিতে হাজির হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা উপস্থিত না হওয়ায় প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই এই সুপারিশ করা হয়েছে। এক কমিশন সূত্রের বক্তব্য,

ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখাই এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য।

কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, যাঁদের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ হয়েছে, তা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিধি মেনে পর্যবেক্ষণ ও নথি যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভবিষ্যতে আবারও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিপুল সংখ্যক নোটিস ও শুনানির মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার এই উদ্যোগ আসন্ন নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতিরই অংশ। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, পুরো প্রক্রিয়া সংবিধান ও নির্বাচনী বিধি অনুসরণ করেই সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য একটাই; ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করা।

বেলডাঙা-কাণ্ডে এনআইএ-রাজ্য টানাপোড়েন, তোপ অমিত মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেলডাঙার সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) ও রাজ্য পুলিশের সংঘাত নতুন মাত্রা পেল। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বহরমপুর সংশোধনাগার থেকে ৩৬ জন অভিযুক্তকে কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতে হাজির না করায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। এনআইএর দাবি, প্রয়োজনীয় পুলিশি প্রহরা না মেলার যুক্তি দেখিয়ে অভিযুক্তদের পেশ করা হয়নি, যা তদন্তে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। তাঁর বক্তব্য, এটা কোনও প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, পরিকল্পিত রক্ষাকবচ। তাঁর অভিযোগ, বেলডাঙার অশান্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত দেখানোর চেষ্টা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রশ্রয় রয়েছে। মালব্য আরও বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব যাদের, তারাই রাজনৈতিক স্বার্থে অভিযুক্তদের আড়াল করছে। বিজেপি নেতার দাবি, রাজ্যের শাসকদল নির্বাচনের সময় অশান্তি ছড়ানো, ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানো এবং ভোটারদের ভয় দেখাতে এই ধরনের শক্তিকে ব্যবহার করে। তাঁর ভাষায়, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে আটকে দেওয়া হলে, পুলিশ যখন দলীয় এজেন্ডায় কাজ করে, তখন সেটা শাসন নয়, অপরাধে অংশীদারিত্ব।

বান্ধবীকে হেনস্তার অভিযোগে ইউটিউবার শমীক অধিকারীর পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বান্ধবীকে হেনস্তার অভিযোগে ইউটিউবার শমীক অধিকারীর ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ। বান্ধবীকে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ‘ইওর ননসেন’ চ্যানেল খ্যাত ‘বাবান’ ওরফে শমীক। শুক্রবার তাঁকে আলিপুর আদালতে হাজির করানো হলে আদালত অভিযুক্তকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগ ওঠার পর শমীক আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে মা-বাবাও ছিলেন বলে জানা যায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দমদম এলাকা থেকে শমীককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার সকালে বেহালা থানা থেকে অলিপুর

আদালতে হাজির করা হয়। আদালত চত্বরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে শমীক দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

২২ বছর বয়সি এক তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বেহালা থানায় মামলা রুজু হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, বেহালা এলাকার একটি ফ্ল্যাটে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত শমীক অধিকারীর পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগকারিণীর গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে।

অভিযোগকারিণীর আইনজীবী জানান, শমীক ওই তরুণীর পরিচিত বন্ধু। বাড়ি বদলের সময় সাহায্য করার অজুহাতে তাঁকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠান। এরপরই তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং সারা রাত ধরে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। কোনওভাবে পরিস্থিতি সামলে তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর শমীক ফ্ল্যাট ছেড়ে পালিয়ে যান বলে পুলিশের দাবি।

রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তব খরচের মধ্যে পার্থক্য নজরকাড়া

শুভাশিস বিশ্বাস

রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তব খরচের মধ্যে পার্থক্য নজরে পড়ার মতোই। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের হিসাব এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনা করলে নজরে আসছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-সহ প্রায় সব খাতেই বরাদ্দের তুলনায় খরচ কম হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং জনগণের প্রত্যাশিত সুবিধা পৌঁছচ্ছে না।

প্রথমেই শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫০,৫৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ৩৬,২৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকল্পেও একই চিত্র। বরাদ্দ ছিল ১০,৮৩০ কোটি, কিন্তু খরচ হয়েছে ৮,৮৩৯ কোটি। এই ঘাটতি প্রমাণ করে যে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি। শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় কমে গেলে দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

স্বাস্থ্য খাতে তুলনামূলকভাবে খরচের হার বেশি হলেও প্রকল্পভিত্তিক ব্যয়ে বৈপরীত্য নজরে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে বরাদ্দ ছিল ২১,৯৩৮ কোটি, খরচ হয়েছে ২০,৮৩৪ কোটি। কিন্তু স্বাস্থ্য প্রকল্পে বরাদ্দের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ হয়েছে ৮,৭৬৭ কোটির বিপরীতে ৯,২৩২ কোটি। তবুও পরবর্তী অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ কমিয়ে ৭,৬১৩ কোটি করা হয়েছে, যা নীতিগতভাবে প্রশ্ন তোলে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমে গেলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়বে।

অন্যদিকে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৩,৪৬০ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে এই ঘাটতি কৃষকদের জন্য বড় ধাক্কা। শিল্প ও খনিজ খাতেও একই প্রবণতা বরাদ্দের তুলনায় অর্ধেকেরও কম অর্থ খরচ হয়েছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৮,৫২৪ কোটি, কিন্তু খরচ হয়েছে ১৫,৪৪৫ কোটি। অর্থাৎ প্রায় ৩,০৭৯ কোটি টাকা ব্যবহার হয়নি। এছাড়া কেন্দ্রীয় কর ও শুল্ক বাবদ রাজ্যের আয় অনুমানের তুলনায় সামান্য বেশি হলেও কেন্দ্রীয় অনুদান প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম এসেছে। ২৮ হাজার কোটি টাকা আসার কথা থাকলেও বাস্তবে এসেছে মাত্র ১৩ হাজার কোটি। অর্থ কমিশনের অনুদানও অনুমানের তুলনায় কম পাওয়া গেছে।

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের বাজেট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়ার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমে গেলে তা সরাসরি জনজীবনে প্রভাব ফেলে। আমাদের মনে রাকাখতে হবে শিক্ষা খাতে ব্যয় কমে গেলে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হয় না, আর স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমে গেলে জনস্বাস্থ্য সংকটে পড়ে।

কেন্দ্রীয় অনুদান প্রত্যাশার তুলনায় কম আসা রাজ্যের আর্থিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করেছে। ফলে রাজ্য সরকারকে নিজস্ব রাজস্ব আয় বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। একইসঙ্গে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয়, রাজ্যের বাজেট শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, এটি উন্নয়ন ও জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি। বরাদ্দের তুলনায় খরচ কম হওয়া মানে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি, কারণ এগুলোই মানবসম্পদ ও জনস্বাস্থ্যের ভিত্তি। কৃষি ও শিল্প খাতেও সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মজবুত হয়।

নিম্নমুখী রাতের তাপমাত্রা, ফিরতে পারে শীতের অনুভূতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। তবে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শীতল হাওয়ায় কমবে রাতের তাপমাত্রা। ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে তাপমাত্রা। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে ফের তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাড়বে শীতের আমেজ। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উভয়ই কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আপাতত কুয়াশার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। মহানগরী কলকাতায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার। শুক্রবারই কলকাতা-সহ আশেপাশের এলাকায় কমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট আগের চেয়ে অনেকটা কমেছে। তবে উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় এখনও কুয়াশার পূর্বাভাস রয়েছে। আরও কিছু

দিন কুয়াশার কারণে সমস্যা হতে পারে ওই সমস্ত জেলায়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় অন্তত দুই ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ, কলকাতায় ফের ১৩ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে পারদ। সঙ্গে থাকবে শীতের আমেজ।

সম্পাদকীয়

ডিএ মামলার রায়ে স্পষ্ট রাজ্যের ওপর সুপ্রিম-অনাস্থা

রাজ্যকে এখনই সরকারি কর্মচারিদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রর বেঞ্চ। বিচারপতিদের নির্দেশ, ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ ডিএ কবে দেওয়া যায় এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর মধ্যে বাজেটে আরও ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য। এর ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক বর্তমানে ৩৬ শতাংশে দাঁড়াল। এই ভেদাভেদ নিয়ে অনেকদিন ধরেই সরব রাজ্য সরকারি কর্মীরা। ৪ শতাংশ ডিএ-তে তাই স্বাভাবিক ভাবেই খুশি নয় কর্মীরা। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের পর আবার মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের পালটা কমিটি গড়েছে রাজ্য। কেন, কেউ জানে না। একই বিষয় নিয়ে দু'দুটো কমিটি! কী করবে কে জানে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে কমিটি গড়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা আছেন, পশ্চিমবঙ্গের কোনও প্রতিনিধি নেই। তাই নাকি রাজ্যের আলাদা কমিটি। বকেয়া নিয়ে তাঁর যুক্তি, অন্য রাজ্যে পেনশন দেওয়া হয় না, ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। পেনশন বন্ধ করে দিলে রাজ্যের অনেক টাকা বেঁচে যেত। এভাবে গোটা বিষয়টিকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, এমনই বক্তব্য আন্দোলনকারীদের।সমালোচকরা পালটা বলছেন, যেটা স্বাভাবিক সেটাই হয়েছে। কোর্ট বলেছে সব টাকা দিয়ে দিতে হবে। এর থেকে বোঝা গেল সুপ্রিম কোর্টের অনাস্থা রয়েছে। রাজ্যের কর্মচারিদের ডিএ দেওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনের উপর কোনও ভরসা রইল না। ভিন রাজ্যের বিচারপতিদের নিয়ে তৈরি হল কমিটি। রাজ্য প্রশাসকদের যদি সামান্য আত্মমর্যাদা বোধ থাকে, তাহলে তাঁরা বুঝবেন এই রায়ে কতটা গ্লানি এল রাজ্যের। তবে এত গেল যুক্তির কথা। এখন প্রশ্ন, কবে মিলবে ডিএ? তা নিয়ে অবশ্য একটা কথাও খরচ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাই বকেয়া ডিএ নিয়ে ধোঁয়াশা কিন্তু থেকেই গেল। এর আগেও সুপ্রিম কোর্টে ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দিলেও রাজ্য সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে ফের কোর্টে চলে যায়। এবার কী করে সেটাই দেখার।

শব্দছক ৬৫

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. ভাগ্য ৩। সন্না ৫. দূরত্ব মাপার একক ৬. কলুষ ৮. অপরাধ ১০. কদম্ব ১২. বাষ্পের সাহায্যে যা চলে ১৪. ব্যাঘাত ইত্যাদী ১৬. নীচে গমন ১৭. চাকুরী নেই যার ১৯. কবিতা লেখক ২১. তরল ধাতু ২২. প্রশান্তি প্রাপক ২৩. হরেক রকম

ওপর-নিচ: ১. কেবল ২. অন্ধকার ৩. সম্পূর্ণ সমাধান ৪. মর্দন ৭. স্খলিত ৯. সুযোগ ১১. পচন ১২. বাপ তুলে গালি-গালাজ ১৩. ছোট চিঠি ১৪. বালিকার বিপরীত ১৫. ব্যাতিরেকে ১৭. ব্যাথা ১৮. দাঁত ২০. ব্রহ্মাণ

সমাধান ৬৪ — পাশাপাশি: ১. নাগ ২. সততা ৫. সিরাপ ৬. পল ৭. বিজ ৯. সন তারিখ ১১. ধরাধরি ১৩. আড়চোখে ১৬. বিরলতম ১৮. টলা ১৯. কবি ২০. চুল্লি ২১. চাদর ২২. কার

ওপর-নিচ : ১. নানাবিধ ২. সরাসরি ৩. তপন ৪. অলঘ ৬. পরি ৮. জরা ১০. তাগাড় ১২. ধবল ১৩. আমচুর ১৪. চোট ১৫. খেলাঘর ১৬. বিকাল ১৭. রবি

আজকের দিন

■ ১৯০৪ — বাল্টিমোরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২,৬০০ টিরও বেশি ভবন ধ্বংস হয়ে যায়।

■ ১৯৬৪ — বিটলস প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে 'বিটলম্যানিয়া'-র সূচনা করে।

■ ১৯৭১ — সুইজারল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানে গণভোট পাস হয়।

জন্মদিন

১৯০৭ *বিশিষ্ট লেখক বিধায়ক চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

১৯৩৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুজিতকুমারের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ প্রকাশ কারাতের জন্মদিন।*

প্রকাশ কারাত

'জনগণমনঅধিনায়ক'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও এর সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ভারত-বিধাতা।

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

গীতাপাঠ।

স্বপনকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের গানটির পাণ্ডুলিপির হদিশ মেলে না। প্রশান্তকুমার পালের কথায়, 'কবে কোথায় রচিত তাও জানা যায় না ।' তবে তা যে ভারতসম্রাটের আগে লেখা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে গানটি লেখার জন্য কে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা নিয়েও বিতর্ক বর্তমান । কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী থেকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির 'স্যার', 'মহারাজা' প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর যেই হোন না কেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে ভীষণভাবে বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করেছিলেন । ১৯৩৭-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন দেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হচ্ছিল,তখনই 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

অভাবের ধর্মে তার মূল্য অমূল্য হয়ে ওঠে । আজ যখন দেশে বাঙালির অস্তিত্ব সংকট নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, তখন তার অস্মিতাবোধের চেতনা থেকেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত থেকে জাতীয় স্ত্রোত্রের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সপাটে সামনে চলে আসে। এপার-ওপার দুই বাংলাতেই বাঙালি অস্মিতার বিপন্ন অস্তিত্বের মধ্যেও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির চেতনায় রবীন্দ্রনাথের অকল্পনীয় বিভূতি এখনও বাঙালির মনে-প্রাণে এবং মানে সতত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় । শুধু তাই নয়, বাঙালির অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আইকন হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অধিকারবোধেই বাঙালি অস্মিতার চূড়ান্ত প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । একদিকে ধর্মীয় ভেদাভেদে সময়ের ক্ষরণে বাঙালিত্বের বিপন্ন অস্তিত্ব, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিগন্তবিস্তারী মহামানবীয় অতুলনীয় ঐশ্বর্যের ক্রমশ বিস্তার। সেদিক থেকে বাঙালিত্বের অভাবে রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা স্বাভাবিকতা লাভ করে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে ঈশ্বরে পরিণতি লাভ করে । এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেই বাঙালির আঁতে লাগে, জাতে আঘাত করে, মননে কড়া নাড়ে । রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মন-মননের ঠাকুর । সে ঠাকুরের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য সহ্য না করার মধ্যেও তাই বাঙালি অস্মিতা জেগে ওঠে । সম্প্রতি কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরি 'বন্দে মাতরম' -এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি দেশের জাতীয় স্তোত্র 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশরাজকে স্বাগত জানানোর জন্য রচনা করেছিলেন । স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি সাংসদের বক্তব্যে বাংলার রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক পরিসরে তা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে । ইতিমধ্যেই আসামে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য এ রাজ্যে তীব্র প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে আসে । বিশ্বভারতী থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়। সেদিক থেকে সাংসদের বিরূপ মন্তব্যে অতি দ্রুততার সঙ্গে রবীন্দ্রানুরাগী বাঙালি অস্মিতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । অথচ 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি প্রচারের আলো পেতেই তার উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এজন্য স্বমূর্তি ধারণ করে তা অস্বীকার করেন। সেদিক থেকে সাংসদের মন্তব্যটি নতুন নয়, বা, বিজেপি রবীন্দ্রনাথকে অপছন্দ করে বলেই এভাবে তাঁকে অস্বীকারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে, তাও যথার্থ নয়।

আসলে সত্যের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র প্রকৃতি। সেক্ষেত্রে সময়ের প্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নানাভাবে হাজির করে স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রবণতায় বিতর্ক অনিবার্য হয়ে ওঠে। একের বিরোধিতাই অন্যের কাছে অস্বীকার মনে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে বিতর্ক দেখা দেয় । দুই পক্ষের ইতিহাসের সত্যতার চেয়ে বড় হয়ে আধিপত্যকামী চেতনার বিস্তার। তখন আসল সত্যের চেয়ে আংশিক বা স্বরচিত সত্যশৃঙ্খলকে সামনে তুলে ধরার প্রবণতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'জনগণমন-অধিনায়ক' নিয়েও তা লক্ষ করা যায়। গানটির উদ্দেশ্য বা উৎস নিয়ে যে প্রথম থেকেই বিতর্ক বর্তমান, তা প্রশান্ত কুমার পাল 'রবিজীবনী' ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তার তথ্য সহযোগে তার আলোচনা করেছেন। অথচ বিজেপি সাংসদের বক্তব্যের বিরোধিতা দেখে মনে হবে যেন তিনি এরকম উদ্ভট মনগড়া কথা বলে প্রথম বাজার মাত করেছেন। আদতে গানটির প্রকাশকাল থেকে তার বিষয়ের সংযোগসূত্রেই বিতর্কের পরিসর সৃষ্টি করে । আর একাধিক পত্রিকায় তার ভুল সংবাদ পরিবেশনের ফলে তা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১১-র কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬ তম বার্ষিক অধিবেশনের (২৬-২৮ ডিসেম্বর) দ্বিতীয় দিনের সূচনায় দিনেন্দ্রকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে গানটি গাওয়া হয়েছিল । অন্যদিকে কংগ্রেসের সেদিনের অধিবেশনে ভারতে আগত পঞ্চম জর্জকে স্বাগত জানিয়ে রামভূজ চৌধুরীর একটি হিন্দি গানও বাঙালি ছেলেমেয়েরা সমবেত ভাবে গেয়েছিল। আবার দক্ষিণাচরণ সেন নামে এক তরুণের গান গাওয়ার কথাও জানা যায় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১১-র ২২ জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক হয়। তার আগের দিনেও তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ইংরেজি দৈনিক The Benglee পত্রিকায় বাংলায় লেখা একটি গান প্রকাশিত হয়। তাঁর ভারতে আসার আগেই বঙ্গভঙ্গ রোধ করা নিয়ে এমনিতেই তাঁকে এ দেশে অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন চলেছিল। ভারতসম্রাট হয়ে পঞ্চম জর্জ ১৯১১-এর ১২ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত রাজধানীতে আসায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেদিক থেকে সে বছর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের নির্ধারিত সূচিও ছিল তাঁকে ঘিরে। সেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি স্বাভাবিক ভাবেই জুড়ে যায় এবং বিতর্ক সৃষ্টি করে। ২৮ ডিসেম্বর The Bengalee পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি স্তবকের পুরো গানটি ইংরেজিতে অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকেঠত্ত্ব (ঞ্চথঞ্চত্রন্দ্বথ: ও The Englishman দুটি ইংরেজি দৈনিকেই রবীন্দ্রনাথের গানটি ভারতসম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য রচিত বলে প্রচার লাভ করে। শুধু তাই নয়, সেই গানটি রবীন্দ্রনাথ হিন্দিতে লিখেছেন বলেও উল্লেখ করা হয় । প্রশান্তকুমার পাল তিনটি পত্রিকাকেই 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির বিতর্কের জন্য দায়ী করেছেন । দুটি পত্রিকার বিভ্রান্তির জের বিলেতের India পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে । অন্যদিকে পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনায় গান লেখার প্রস্তাবও গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। গানটির মধ্যে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' শব্দটিও সমকালীন 'ভারতসম্রাট'-এর সঙ্গে লাগসই হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি বিতর্কের পরিসরে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে যা রবীন্দ্রনাথের সচেতন উদ্যোগে তার অব্যবহিত পরিসরে তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৩১৮-এর মাঘ বা ১৯১২-র জানুয়ারি সংখ্যায় 'ভারত-বিধাতা' নামে ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে প্রকাশ ও মাঘোৎসবে গীত হলেও তা থেকে নিস্তার মেলেনি।

প্রথম কথা, রবীন্দ্রনাথের গানটির পাণ্ডুলিপির হদিশ মেলে না। প্রশান্তকুমার পালের কথায়, 'কবে কোথায় রচিত তাও জানা যায় না ।' তবে তা যে ভারতসম্রাটের আগে লেখা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে গানটি লেখার জন্য কে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা নিয়েও বিতর্ক বর্তমান । কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী থেকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির 'স্যার', 'মহারাজা' প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর যেই হোন না কেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে ভীষণভাবে বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করেছিলেন । ১৯৩৭-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন দেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হচ্ছিল,তখনই 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। রবীন্দ্রবিরোধীরা গানটির বিরোধিতায় ব্রিটিশরাজকে অভ্যর্থনায় লেখার যুক্তিটি প্রকট করে তুলে ধরেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে ভারতসম্রাটের অভ্যর্থনার লক্ষ্যে গানটি রচনা করেননি, বরং তার লক্ষ্যে যে অদৃশ্য বিধাতার পরিচয় বর্তমান,তা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পুলিনবিহারী সেনের চিঠির প্রত্যুত্তরে ২০ নভেম্বর লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়ে দেন 'সে বৎসর ভারতসম্রাটের কলকাতা আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল । তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন । কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না।' সেই 'বুদ্ধির অভাব' রবীন্দ্রনাথের বন্ধুটির না থাকলেও তা নিয়ে দুর্বুদ্ধির অভাব কোনওকালেই ছিল না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু থেকে মহাত্মা গান্ধী সকলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানটিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম'-এর সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেন । শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধী 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির মধ্যে গানের সঙ্গে 'দিব্য স্ত্রোত্র' খুঁজে পেয়েছিলেন । ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি গানটি জাতীয় স্ত্রোত্র বা National Anthem হিসেবেই গৃহীত হয় । তার পরেও গানটির সংশোধন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সেক্ষেত্রে 'সিন্ধু'কে কাশ্মীর করা দাবি ওঠে, নতুন নতুন অঙ্গরাজ্যে বা ভাষার নাম না থাকা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় । সেদিক থেকে বিজেপি সাংসদের গানটি নিয়ে বিতর্ক তোলার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই । তাতে গানটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালীন বিতর্কের জেরই প্রতীয়মান । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে নিজেও ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, বিচিত্র নদনদী, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি জুড়ে লেখার কথাও ভেবেছিলেন। জাভায় ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে দেশের মতো এ দেশের সব একসঙ্গে জুড়ে লিখতে চেয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথই তাঁর গানটিতে বিতর্কের রসদ জুগিয়েছেন, অপূর্ণতার কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন । 'জাভাযাত্রীর পত্র'-এ ১৯২৭-এর ৩১ আগস্টে মীরা দেবীকে লেখা ১০ নং পত্রে তিনি জানিয়েছেন' আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি — বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।' এরকম উদারপ্রাণা ভারতহৃদয় দেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও যে ব্রিটিশরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন না, তা শুধু তাঁর বক্তব্যেই নয়, তাঁর অভিব্যক্তিতেও প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে 'জনগণমন-অধিনায়ক' নিয়ে কারও বিতর্কিত মন্তব্যকে অস্বীকার বা নস্যাৎ করে দিলে আদতে তা রবীন্দ্রনাথকেই অস্বীকার করা হয়। তার পরিবর্তে আসল সত্য প্রকাশের আলোয় নিয়ে এলে সেই আলোতে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষেদিক ভারতই স্বচ্ছ ভারতের দিশারি হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে বাহান্ন সেকেন্ডের গানটিই আমাদের অখণ্ড সত্যে ও সত্তায় নতুন করে প্রাণিত করবে অবিরত, অবারিত, আজীবন।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ৭১

ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় বাইজি (বাইজি) বলতে একজন পেশাদার মহিলা গায়িকা এবং নৃত্যশিল্পীকে বোঝায়, যারা প্রায়শই ঔপনিবেশিক যুগের কলকাতা এবং উত্তর ভারতের তাওয়াইফ সংস্কৃতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী ছিলেন যারা ঠুমরি, নৃত্য এবং মুজরা পরিবেশনে বিখ্যাত ছিলেন। এই শব্দটি 'বাই' (মা/বোন) থেকে এসেছে, যা সম্মানজনক প্রত্যয় 'জি' এর সাথে মিলিত হয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘রাষ্ট্রনায়ক’ অ্যাখ্যা কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ‘জনদরদী রাজ্য বাজেট-সহ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে যেভাবে আদালতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেছেন, তাতে তাঁকে রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা দেওয়া উচিৎ। যারা মানুষের সার্থে কাজ করেন, তাদের এই মর্যাদা দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের সেবায় যে ভাবে কাজ করছেন তা সারা দেশে বিরল, তাই তাঁকে রাষ্ট্রনেতা বলে আমি মনে করি।’ শুক্রবার এমনই দাবি করলেন বারাসাতের চার বারের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে কাকলি জনমুখী রাজ্য বাজেটের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘কিছুদিন আগেই দেশের বাজেট পেশ করেছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বাজেট অন্তঃসার শূন্য। সেখানে রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মী ভান্ডারে বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং যুবসাথী প্রকল্প চালু করে মহিলা ও যুবকদের আরও স্বনির্ভর করে তুললেন। মহিলা থেকে যুব এখন আরও বেশি করে পারিবারকে সাহায্য করতে পারবেন। এছাড়াও কৃষকদের জন্য সেচ মুকুব ও খেত মজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে নজির তৈরি করলেন। যেখানে কেন্দ্রের ভ্রান্ত কৃষি নীতির জন্য এখনও কৃষকেরা আন্দোলন করছেন সেখানে দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে বাজেটে এমন সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্ত তৈরি করল।’ কৃষক-সহ সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ থাকলে তবেই বাজার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বলে দাবি করেন বারাসাতের সাংসদ। এদিন তিনি যেমন রাজ্য বাজেটের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা

করেন, তেমনি এসআইআরের ফলে মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে সওয়াল করা আইনজীবী মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতাকে কুর্নিশ করে বলেন, ‘বিজেপি চাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচন কমিশন যেভাবে নক্কারজনকভাবে কাজ করে মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাঁদের ত্রাতা হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।’ পাশাপাশি আদালতের কড়া নির্দেশের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

মিড ডে মিলের চালে পোকা! উখড়ায় বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মিড ডে মিলে দেওয়া হচ্ছে পোকা লাগা চালের ভাত বলে চাঞ্চল্য অভিযোগ উঠল উখড়া পঞ্চায়েতের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এদিন সেন্টারে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকদের একাংশ। তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলেন সিডিপিও। উখড়া পঞ্চায়েতের শফিক নগর এলাকায় রয়েছে একটি আইসিডিএস (২৪২) সেন্টার। এখানে ১৮ জন পড়ুয়ার পাশাপাশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মিলিয়ে মোট ৩৯ জনের মিড ডে মিলের রান্না হয় প্রতিদিন। সেন্টারটি চলে এলাকার একটি ক্লাব ঘরে। নেই স্থায়ী শিক্ষিকাও বলে অভিযোগ। পাশের একটি সেন্টারের শিক্ষিকা সুজাতা বসু সরকার শফিক নগরের সেন্টারটি পরিচালনার দায়িত্ব সামলান। অভিযোগ মিড ডে মিলে এখানে পড়ুয়া ও প্রসূতিদের দেওয়া হচ্ছে পোকা লাগা চালের ভাত। শুক্রবার এই অভিযোগে সেন্টারে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের একাংশ।

অভিভাবক অরবিন্দ গোস্বামী, ছায়া দেবীরা বলেন, কয়েকদিন ধরেই সেন্টারে নিম্নমানের চালের ভাত দেওয়া হচ্ছে। চালে কালো কালো পোকা রয়েছে বলে জানান তারা। সেন্টারের অস্থায়ী শিক্ষিকা সুজাতা বসু সরকার বলেন, ‘অভিভাবকরা কেউ আমার কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করছে স্থানীয়দের একাংশ।’ তিনি বলেন, ‘সেন্টারের স্থায়ী ঘর নেই, পাড়ার একটি রুমে সেন্টার চলে।

স্থানীয়দের কয়েকজন সেই ঘরটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে আমি তাঁদের জানাই বিকল্প ব্যবস্থা হলে ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপরেই তারা এই ধরনের অভিযোগ করছে।’ আইসিডিএস সেন্টারের ব্লক আধিকারিক প্রীতম সাঁতরা (সিডিপিও) বলেন, ‘সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি। দায়িত্বপ্রাপ্ত দিদিমণিকেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার সাতগেছিয়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার সাতগেছিয়াতে পাওয়ার হাউস এলাকায় কালনা বর্ধমান রোডে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, পথচারীর নাম শংকর মুখার্জী। আনুমানিক বয়স ৬২ বছর। তিনি সাতগেছিয়াতে কর্মসূত্রে থাকতেন। মৃত ব্যক্তি শংকর মুখার্জীর বাড়ি কচুট এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। তিনি কালনার দিক থেকে বর্ধমান রোডের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। একটি দ্রুতগতির লরি কালনার দিক থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, গাড়ি চালক-সহ ঘাতক লরিটিকে আটক করে সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ।

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
CIN : L18100WB1991PLC099782
Regd. & Corp. Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Ph. : +913322890148/6708
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
Website : www.saharahousingfina.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, February 13, 2026** to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended December 31, 2025. This information is also available on the website of the company at www.saharahousingfina.com and on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Sahara Housingfina Corporation Limited
Sd/-
(D. J. Bagchi)
CEO, Company Secretary & Compliance Officer
Place : Kolkata
Date : 06.02.2026

SBI — এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)
৭৮ নেতাজি সুভাষ রোড, পোঃঅঃ- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৪০৪, ই-মেল: sbi.00176@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫৪ এবং ২৯৪০), যিনি **এসবিআই শান্তিপুর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **২৩.০২.২০২৬** তারিখের আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫৪ এবং ২৯৪০)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৩.০২.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৯.২০ গ্রাম নিট ওজন ১৫.৩৬ গ্রাম	২টি আঙ্গুঠি
২.	২৩.০২.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৭.১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬৮ গ্রাম	১টি চেন ১টি লকেট ৩টি আঙ্গুঠি ১টি বাটাম ১টি চিক
৩.	২৩.০২.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৭.১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬৮ গ্রাম	১টি চেন ১টি লকেট ১টি ব্রেস ২টি কানের দুল

তারিখ: ০৫.০২.২০২৬
স্থান: শান্তিপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
কনফিটেক সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	কনফিটেক সেলস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১২.০২.২০১৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	CIN – U74900WB2013PTC190576
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	সিউরি রোড (পশ্চিম) বাই লেন, হাউস নং ০২১০৬৫৪, হোল্ডিং নং এএ/বি/২(৪২) ওয়ার্ড নং ৩৪ জেলা বর্ধমান বর্ধমান, রানীগঞ্জ - ৭১৩৩৫৮, পশ্চিমবঙ্গ ভারত
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৪.০২.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৩.০৮.২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাকেশ দুগার IBBI/IPA-001/IP-P01654/2019-2020/12892
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	১১সি, রাম মোহন দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ মেল আইডি : card190376@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	১১সি, রাম মোহন দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ মেল আইডি : cirp.confitech@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০২.২০২৬ (আইআরপি কর্তৃক নির্দেশের কপি গ্রহণের তারিখ ০৪.০২.২০২৬ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে কনফিটেক সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০৪.০২.২০২৬ তারিখে। (নির্দেশের কপি গৃহীত হয়েছে ০৪.০২.২০২৬)

কনফিটেক সেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৮.০২.২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : রাকেশ দুগার
তারিখ : ০৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
কনফিটেক সেলস প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01654/2019-2020/12892

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
৮০/২ বাঙ্গুর এভিনিউ, ব্লক সি, ১ম তল, টাউন হলের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৫৫
মেইল আইডি : banguravenue@kvbmail.com
ফোন নম্বর : ৮৩৩৬৯৭২৮৫৪

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লকারধারী বাঙ্গুর এভিনিউ শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ২৩.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ।
অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	লকার নং	বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	বাঙ্গুর এভিনিউ	অভিজিৎ দাস গুপ্তা	3116001G029	২১২৪০

তারিখ : ০৭.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত কর্মকর্তা
দি কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এজেসি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ২২২৯ ৮০৮৬/০৪৫৭/৩২৫৯

দাবি নোটিশ

নোটিশ -২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে

১. **মেসার্স আইরা এক্সিম অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)**, একতলা, এফএল-১, এলপি-২/২১/১৩/০, প্রেমিসেস নং ৪৪/বি, গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড,কলকাতা -৭০০০৩৯।
২. **আহমেদ রাজা খান (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)**, সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থতল, টি-১৯, তেঘড়িয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা : বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭।
৩. **অঙ্কিতা নাথ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)**, সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থতল, টি-১৯, তেঘড়িয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা : বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭।

বিষয় : আপনার ওসিসি ঋণ অ্যাকাউন্ট এ/সি নং - ৭৫১৪৮২৭০৬২, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এজেসি বোস রোড শাখা, ১১৯ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং **মেসার্স আইরা এক্সিম অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রা. লি.** দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল।
সুবিধার প্রকৃতি (সীমা) : আইবি ট্রেডওয়েল স্কিমের অধীনে ওসিসি ২০০.০০ লক্ষ টাকা।
উক্ত সুবিধাগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আপনারা উভয়েই নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

সুবিধার ধরন	নথির প্রকৃতি
১. আইবি ট্রেডওয়েলের অধীনে ওসিসি পরিকল্পনা	চাহিদা প্রতিশ্রুতি নোট, অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক চুক্তি খোলা নগদ ঋণের জন্য চুক্তি বন্ধক নথি গ্যারান্টির চুক্তি

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য **আহমেদ রাজা খান এবং অঙ্কিতা নাথ** ব্যক্তিগতভাবে **২৫.০৭.২০২৩** তারিখের গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নরূপ বন্ধক/সম্পত্তি(গুলি) দ্বারা সুরক্ষিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২২৮৩ বর্গফুট কমবেশি ৭মতলে, ব্লক নং ডি, এবং ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি আপার গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক নং ডি, বহুতল ভবনে নাম পার্বতী বিহার,নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ৫৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা - জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৫০২৫, সিএস দাগ নং ৪৯,৫৮, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬৮, ৬৭, আরএস দাগ নং ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৮,১০৩৪, ৬৩৮, ৯৪৬, ৯৬৯, ৯৭৩, ৯৬৫, ৯৭৭, ৬১৭, ১১৫, ৬৫৫, ৪০৩, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫২/৬,নজরুল ইসলাম সরণি, ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, থানা রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
সুদের সাথে টাকা পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা সকলেই বকেয়া টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে **০৯.১১.২০২৫** সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৯.১১.২০২৫ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া পরিমাণ **১,৯৯,৬১,০০০ টাকা** (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা) এবং উক্ত পরিমাণের উপর ১০.১১.২০২৫ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে এমন যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / চার্জ তৈরি করেছেন। ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদসহ ০৯.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১,৯৯,৬১,০০০/- (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা) প্রদেয়। যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিনিময়ে উশুল করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/আরও এর ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
“আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত।”
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২২৮৩ বর্গফুট কমবেশি ৭মতলে, ব্লক নং ডি, এবং ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি আপার গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক নং ডি, বহুতল ভবনে নাম পার্বতী বিহার,নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ৫৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা - জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৫০২৫, সিএস দাগ নং ৪৯,৫৮, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬৮, ৬৭, আরএস দাগ নং ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৮,১০৩৪, ৬৩৮, ৯৪৬, ৯৬৯, ৯৭৩, ৯৬৫, ৯৭৭, ৬১৭, ১১৫, ৬৫৫, ৪০৩, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫২/৬,নজরুল ইসলাম সরণি, ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, থানা রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda — বিওবি কাকদ্বীপ শাখা
“ললিত ভিলা”, গ্রাম+পোঃ কাকদ্বীপ থানা- কাকদ্বীপ, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন- ৭৪৩৩৪
ইমেল আইডি: kakdwi@bankofbaroda.co.in

‘**একদিন**’ সংবাদপত্রে **০৩.০২.২০২৬** তারিখে প্রকাশিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে। ঋণগ্রহীতা **দীপঙ্কর মাইতির** নামে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অকশনের তারিখে কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছিল। এটি **২০.০২.২০২৬** এর পরিবর্তে **১৬.০৩.২০২৬** হিসেবে পড়তে হবে। অবশিষ্ট বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
চৌরি চৌরা স্টিলস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস 1st-FR, FL-C, ১৮০, বিবেকানন্দ রোড, LP-116/14/1, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৫ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে “উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে” স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : 1st-FR, FL-C, ১৮০, বিবেকানন্দ রোড, LP-116/14/1, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৫

কোম্পানির পক্ষে এবং জন্য
চৌরি চৌরা স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
অশোক জয়সওয়াল
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০৩০১৯১৬০
ঠিকানা : সি/১১০ ২৯৯, কৈলাশ আশ্রম স্টেশন রোড, গোরখপুর, উত্তরপ্রদেশ - ২৭৩০০১

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিবেরিয়া স্টিলস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস 1st-FR, FL-C, ১৮০, বিবেকানন্দ রোড, LP-116/14/1, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৫ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে “উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে” স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস : 1st-FR, FL-C, ১৮০, বিবেকানন্দ রোড, LP-116/14/1, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৫

কোম্পানির পক্ষে এবং জন্য
সিবেরিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
অশোক জয়সওয়াল
ডিরেক্টর
তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিন - ০৩০১৯১৬০
ঠিকানা : সি/১১০ ২৯৯, কৈলাশ আশ্রম স্টেশন রোড, গোরখপুর, উত্তরপ্রদেশ - ২৭৩০০১

SBI — এসবিআই এএমসিসি আরামবাগ (৬২৯৭৪)
লিংক রোড, পো. এবং থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬০১, ইমেল : sbi.62974@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত
নাম : শ্রী রঞ্জন লাহা
মোবাইল : ৯৬৭৪৭১৯৮৭৪

গাড়ি সিজড ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (তপশিল -১) অনুসারে যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৭.০২.২০২৬
সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
প্রাক ডাক ইএমডি পরিশোধের শেষ তারিখ : “আগ্রহী দরদাতারা ১৬.০২.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রাক ডাক ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই তথ্য আপডেট করার পরেই কেবল প্রাক ডাক ইএমডি জমা দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের কোনও সমস্যা এড়াতে আগে থেকেই প্রাক ডাক ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।”

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ/চার্জ করা নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তব দখল **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা **১৭.০২.২০২৬ তারিখে “যেখানে যেমন আছে” “যেখানে যা আছে” “যেমন অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে,** ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে প্রদেয় সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া আদায়ের জন্য, তার উপর সুদ এবং খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে (যদি থাকে) আদায় করা হবে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ১০ শতাংশ
তৈরি ও মডেল : **Yanmar (Combined Harvestor) AW70GV**, গাড়ির ধরণ : হারভেস্টার, ইঞ্জিন নম্বর : **A5576A** চেসিস নম্বর : **CBJ-801874** তৈরির বছর : ২০২২-২০২৩ মালিকের নাম : শ্রী শ্রীকান্ত মাঝি	১২.০২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	জিএসটি সহ ৯,৭২,৯০০ টাকা	ইএমডি ৯৭,২৯০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ২০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com-এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৬
স্থান : আরামবাগ
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ ২৫.০২.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লি., সল্টলেক শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেমন অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** অনুযায়ী **১৬,০১,২১,৩২৩.৪৩ টাকা** (যোলো কোটি এক লাখ একুশ হাজার তিনশ তেইশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) ৩১.০১.২০২৬ অনুযায়ী এবং ০১.০২.২০২৬ থেকে আরও সুদ সহ, আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লি., সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) মেসার্স সাঁই এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** ৬/১ দমদম রোড, নাগেরবাজার কলকাতা - ৭০০০৭৪, পশ্চিমবঙ্গ **আরও ঠিকানা** ৪০ কে বি সরণি, মহাবীর আলয়া, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতী মমতা পাল** (অংশীদার তথা জামিনদাতা) ৪০/১কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৩) শ্রীমতী পূর্ণিমা পাল** (অংশীদার তথা জামিনদাতা এবং প্রয়াত গোপাল চন্দ্র পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৪) শ্রীমতী আলো পাল** (কন্যা এবং প্রয়াত মহাবীর পাল এবং প্রয়াত ঝরনা পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৫) শ্রীমতী স্বপ্না পাল** (কন্যা এবং প্রয়াত মহাবীর পাল এবং প্রয়াত ঝরনা পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৬) শ্রী অসীম পাল** (পুত্র এবং প্রয়াত মহাবীর পাল এবং প্রয়াত ঝরনা পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৭) শ্রী রাজীব পাল** (পুত্র এবং প্রয়াত গোপাল চন্দ্র পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ **৮) শ্রীমতী মৌমিতা দাস** (কন্যা এবং প্রয়াত গোপাল চন্দ্র পালের আইনি উত্তরাধিকারী) ৪০/২ কে বি সরণি মল রোড, দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮০, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৫০ শতাংশ অবিভক্ত অংশ ১০৮৭.৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সমুদয় বাণিজ্যিক দোতলা পরিমাপ ২১৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি মার্বেল মেঝে, ৭ বছরের পুরানো (জি-৪) তলা ভবনে লিফট সহ পরিচিত ক্রেডিবল হাউস, নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ৬ ছটাক , আরএস নং ১৫৪, জমিদারি খতিয়ান নং ৩৪৮ কা, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪, সিএস দাগ নং ৭৮৩, আরএস দাগ নং ২৬১১ এবং ২৬১৩, এলআর দাগ নং ২০১৮ এবং ২০২০, এলআর খতিয়ান নং ১১৬৭, ১১৬৮, ৫৮১৫, ২৩৬৯, জেএল নং ২০, মৌজা - সাতগাছি, পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৭(নতুন) ৩৮ (পুরানো) কলকাতা যশোর রোড, ওয়ার্ড নং ২৫ দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা দম দম, কলকাতা -৭০০০২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,সম্পত্তি শ্রী গোপাল চন্দ্র পাল এর নামে।

(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ১,৫৪,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য) ১৫,৪০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ : ৫০,০০০ টাকা।

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	০৭.০২.২০২৬ থেকে ২৪.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ ২৪.০২.২০২৬ সময় : বিকেল ৫টা।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	পোর্টাল https://bankauctions.in মাধ্যমে ২৫.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১২ পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের প্রতিটি সম্প্রসারণ সাপেক্ষে বিক্রয় নিষ্পত্তি পর্যন্ত ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : কেভিবিএল০০০১১০১। অ্যাকাউন্ট নাম : বিড কালেকশন এ/সি সারফেসি। ই-নিলাম প্রক্রিয়া : অ্যাকাউন্ট এর নামে।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	এআরবি কলকাতা- শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) সল্ট লেক শাখা-শ্রী তনয় ঘোষ (ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫৩)

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/ দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, পোর্টাল https://bankauctions.in দেখুন।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান বৈঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, উস্থি শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, “যেমন অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে **২৪.০২.২০২৬ তারিখে** বিক্রি করা হবে, **১৮.০৮.২০২৩** তারিখে **৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ আদায়ের জন্য, **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম - তালডাঙ্গা, পো - উস্থি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৫ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ২এ, “শান্তিনিকেতন”, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো উস্থি,থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **২. শ্রী মানস দত্ত** **(জামিনদাতা এ/সি - মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের জন্য)** **৩. শ্রী গৌতম দত্ত** **(জামিনদাতা এ/সি - মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের জন্য)** **উভয়ের ঠিকানা -** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো উস্থি,থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **৪. শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত** **(স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এইচবিএল এ/সি -শ্রীমতি মধুমিতা দত্তর জন্য)** স্বামী শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম : উত্তর দেওয়্যারাক, পূর্ব পাড়া,পো : কুলেশ্বর, থানা : ডায়মন্ড হারবার,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **খ) উস্থি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে, তিনতলায় পরিমাপ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাপ ৬ কাঠা ২ ছটাক ৭ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম,১ ডাইনিং/ড্রইং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা এবং এক ঢাকা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১২০ বর্গফুট, কমবেশি, সমুদয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার অবস্থিত মৌজা : সরশুনা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড,কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরশুনা, কলকাতা -৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস -এ আর এ -১, কলকাতা, সমীপে, **সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,**স্বামী শ্রী মানস দত্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড,পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড।	**৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা) ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **১৭,১০,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লাখ দশ হাজার টাকা) খ) **১,৭১,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50520378239** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০২.২০২৬ থেকে ২৩.০২.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০২.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তথাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০২.০২.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘উন্নয়নের ছবি বনাম দুর্নীতির ভাণ্ডার’

আরামবাগে তীব্র রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উন্নয়নের বাস্তব ছবি মানুষ দেখেছে। এমনটাই দাবি তৃণমূলের। আর দুর্নীতির ভান্ডার ঢাকতেই এই উন্নয়নের পাঁচালি বলে পাল্টা তোপ বিজেপির। সামনে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই আরামবাগে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেমন আক্রমণ শানিয়েছে, তেমনই সেই উন্নয়নকে ‘দুর্নীতির ভান্ডার’ বলে কটাক্ষ করে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। দুই দলের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তরজায় সরগরম গোটা এলাকা। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন,‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা আজ উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বিনামূল্যের রেশন এই সব প্রকল্প কাগজে নয়, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। বিজেপি শুধু মিথ্যা আর অপপ্রচার ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। বাংলার মানুষ উন্নয়নের বাস্তব ছবি নিজের চোখে দেখেছে, তাই ওদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। এটা একটা রিপোর্ট কার্ড। মানুষ পরিসেবা পেয়েছেন কিনা। যদি না পায় তাহলে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আবার তারা পাবে। বিজেপি সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এমন গ্যাস দিয়েছে যে মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেছে। বিজেপি তো ডাকাত।’ তাঁর আরও দাবি, আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষ আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই থাকবে। তৃণমূল নেতার এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দেন বিজেপি নেতা তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা। তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের উন্নয়নের গল্প আসলে দুর্নীতির ভান্ডার ছাড়া আর কিছু নয়। রাজ্যজুড়ে নিয়োগ দুর্নীতি, কাটমানি, কয়লা ও বালি পাচার সব কিছুর সঙ্গেই তৃণমূল যুক্ত।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন, ‘যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যোগ্যরা চাকরি পায় নি, আর শাসক দলের নেতারা দুর্নীতির পাহাড় গড়েছে। উন্নয়নের নামে দুর্নীতির ভান্ডার ঢাকার চেষ্টা করছে তৃণমূল। কিন্তু মানুষ সব বুঝে গেছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবার মানুষ রায় দেবে। রাজ্যে পরিবর্তন অনিবার্য, আর সেই পরিবর্তনের দিকেই মানুষ এগিয়ে চলেছে। আসলে উনি যে সব উন্নয়ন করেছেন তার সব টাকা কেন্দ্র সরকারের। নাম পরিবর্তন করে প্রচার করছেন। পুরোটাই মিথ্যা, ভাঁওতা, প্রকৃত অর্থে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার।’ সবমিলিয়ে বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই উন্নয়ন বনাম দুর্নীতি। এই দুই ইস্যুকে সামনে রেখে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হচ্ছে।

দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা খোলার দাবি নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ‘করিডর নয়, রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানা খুলতে হবে’ দুর্গাপুরে বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূল জেলা সভাপতির। দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধিতে খুশি তৃণমূল মহিলা কর্মী, সমর্থক থেকে আপামর রাজ্যের মহিলাদের একাংশ। এই বিষয়কে সামনে রেখেই এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য বাজেটের প্রশংসা করে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘শিল্প করিডরের ঘোষণা দিয়ে মানুষের পেট ভরবে না, দুর্গাপুরের বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা, এমএএমসি ও বিওজিএল চালু করতে হবে।’ তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ থাকাকালীন সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া এসব কারখানা খোলার দাবি তোলেন নি, অথচ তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ তা নিয়ে আওয়াজ তুলেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, অসীমা চক্রবর্তী, পঙ্কজ রায় সরকার, পার্থ দেওয়াসী, অভিনব ব্যানার্জি-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

বর্ধমানে বিপুল অবৈধ টাকার উৎস নিয়ে রাজনীতি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মোটা অঙ্কের টাকা-সহ বর্ধমানে ২ যুবকের ধরা পড়ার ঘটনাকে অস্ত্র করে মাঠে নামল তৃণমূল। ধৃত ২ জনের মধ্যে একজন সৌমিত্র ঘনিষ্ঠ দাবি করে সরব তৃণমূল, পালটা চক্রান্তের দাবিতে সরব বিজেপিও।

বর্ধমানের রেনেসাঁ আবাসনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের নগদ টাকা-সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তারের ঘটনায় এবার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে ময়দানে নামল তৃণমূল। ধৃতদের মধ্যে সৌরভ ঘোড়ুই সাংসদ সৌমিত্র খাঁর ঘনিষ্ঠ দাবি করে সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। যদিও বিজেপির দাবি গোটা ঘটনাটি আসলে সাজানো চক্রান্ত। গতকাল বর্ধমানের রেনেসাঁ আবাসনের কাছ থেকে একটি গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে ছ’লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। ওই টাকার উৎস জানাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় গাড়িতে থাকা বাপন হাঁসদা ও সৌরভ ঘোড়ুই নামের দুই যুবককে। পুলিশের দাবি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ওই দুই যুবক বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ঘনিষ্ঠ হৃদয় পালের নাম করে। হৃদয় পালের নির্দেশেই নাকি বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ওই টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে জানায় পুলিশ। আর এই ঘটনার পরই রীতিমতো ময়দানে নামে তৃণমূল। বিভিন্ন জায়গা সংগৃহীত একাধিক ছবি সামনে এনে হৃদয় পালকে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর ছায়াসঙ্গী হিসাবে দাবি করার পাশাপাশি ধৃত সৌরভ ঘোড়ুইকেও সৌমিত্র খাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে দাবি করে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, সৌমিত্র খাঁর নির্দেশেই এভাবে বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ওই দুই যুবক তোলা আদায় করছিল। যদিও তৃণমূলের এই দাবি উড়িয়ে বিজেপির পাল্টা দাবি করে, ‘ভোটের মুখে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের বদনাম করার উদ্দেশ্যেই এমন সাজানো ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিজেপির কেউই এমন কুকর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। ঘটনার তদন্ত হলেই আসল ঘটনা সামনে চলে আসবে।’ ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর যাই চলুক না কেন, বিষ্ণুপুরের সাধারণ মানুষ চান প্রকৃত তদন্তের মাধ্যমে আসল ঘটনা সামনে আসুক।

পুলিশকে বুড়ো আঙুল! পালাল এক বাংলাদেশি বিচারাধীন বন্দি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো বাংলাদেশি এক বিচারাধীন বন্দি। শুক্রবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ওই বাংলাদেশি বন্দিকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছিল। সেখানেই সুযোগ বুঝে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় বিচারাধীন বন্দি। ঘটনায় জেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। পলাতক বন্দির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনও হদিশ মেলেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, পলাতক বন্দির নাম সামিউল ইসলাম। তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সূত্রে খবর, গত ৬ মাস ধরে সামিউল ইসলাম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে। তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রানিনগর থানার পুলিশ ছ’মাস আগে তাকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন ওই বন্দিকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছিল। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সামিউল-সহ আরও কয়েকজনকে একই কারণে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। সেখানেই পুলিশের হাত ছাড়িয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায় সামিউল। ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে জেল পুলিশ, কর্মীদের। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু ধাওয়া করে পুলিশ। কিন্তু এখনও বাংলাদেশি বন্দি পুলিশের হাতে লাগেনি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নাসিরুদ্দিন শেখ বলেন, ‘আমি ভাত খাচ্ছিলাম। সেই সময় এক নম্বর গেট দিয়ে ছুটতে দেখি। পালাতে দেখে সিভিক ও পুলিশ পিছনে তাড়া করে। কিন্তু ধরতে পারেনি। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিচারাধীন বন্দিকে হাসপাতালে আনা হলেও পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।’ জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, ‘সব থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। বেশিদূর যেতে পারেনি। দ্রুত হেপাজতে নেওয়া হবে।’

পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় আহত সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা, আর সেই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পারাপার করানোর মুহূর্তে বেপরোয়া গতিতে আসা ট্রাক্টারের ধাক্কায় জখম হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। আহত এই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম নায়েব মল্লিক। তাঁর বাড়ি খরিনান দুপসা এলাকায়। শুক্রবার সকালে ধাত্রীগ্রাম পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় তিনি ডিউটি করছিলেন। সামনেই ধাত্রীগ্রাম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পারাপার করিয়ে দেওয়ার মুহূর্তেই, বেপরোয়া গতিতে মালতিপুরের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। তাঁকে ভর্তি করা হয় কালনা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ট্রাক্টর এবং ট্রাক্টর চালককে আটক করেছে পুলিশ।

বলাগড়ের পানশালায় উদ্ধার নগদ ৫১ লক্ষ টাকা, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির বলাগড়ের একটি পানশালা থেকে উদ্ধার নগদ ৫১ লক্ষ টাকা। ওই ঘটনায় শুভজিৎ কুণ্ডু ও অগ্নিজিৎ কুণ্ডু নামে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে বলাগড় থানার পুলিশ।পুলিশ জানায়, ওই দু’জন পানশালার একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। তাঁরা বাঁকুড়ার শালতোড়ার বাসিন্দা। ঘটনাটি বুধবার ঘটলেও শুক্রবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র সাংবাদিক বৈঠকে বিষয়টি জানিয়েছেন। পুলিশ জানায়, দুই ভাইকে তল্লাশি করে নগদ প্রায় ৪১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয়। পানশালার যে ঘর তারা ভাড়া নিয়ে ছিল, সেখানেও তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেও আরও ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৫১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে একটি টাকা গোনার মেশিন, একটি ল্যাপটপ এবং তিনটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্তদের ব্যবহৃত একটি চারচাকা গাড়িও পুলিশ আটক করেছে। এ ছাড়াও, পুলিশের দাবি, জেরায় ধৃতরা টাকার সঠিক উৎস জানাতে পারেনি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলাগড় থানার পুলিশ।

ন্যায্য মূল্যে নাগরিকদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা ভদ্রেশ্বর পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ন্যায্য মূল্যে নাগরিকদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হল ভদ্রেশ্বর পুরসভা। সম্প্রতি পুরসভা পরিচালিত অঙ্কুর হাসপাতালের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে, নতুন হার্ট ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ ফিরোজ, কাউন্সিলার প্রকাশ গোস্বামী, বেসরকারি হাসপাতালের পক্ষে প্রশান্ত শর্মা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চটকল ও সুতোকল অধ্যুষিত ভদ্রেশ্বর পুরসভার একটা বিরাট অংশে কলকারখানার শ্রমিকদের বসবাস। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সেই সব শ্রমিক পরিবারের কথা বিবেচনা করেই, সরকারি নিয়ম মেনে পিপিপি পদ্ধতিতে অঙ্কুর হাসপাতালেই নতুন ইউনিটগুলি চালু করা হবে। এখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, কলকারখানার শ্রমিকরাও ন্যায্য মূল্যে চিকিৎসা করানোর সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী ও কেন্দ্রীয় সরকারের ইএসআই কার্ডের আওতায় থাকা শ্রমিকরাও চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড সাধারণ নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষের কাছে দারুণ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ চিকিৎসা পরিষেবায় গতি আনবে।’ মন্ত্রী, বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন বলেন, ‘বাম জমানার সঙ্গে এখনকার চিকিৎসা পরিষেবার আকাশ-পাতাল ফারাক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীর জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তৈরি করে চিকিৎসা পরিষেবায় বিপ্লব এনেছেন। জটিল ও কঠিন অসুখের চিকিৎসা সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে। ভদ্রেশ্বরের কাউকে আর বেসরকারি নার্সিংহোমে মোটা টাকা খরচ করে চিকিৎসা করাতে হবে না। অঙ্কুরেই হার্টের যাবতীয় চিকিৎসা হবে।’ ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টা ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে অঙ্কুর হাসপাতালের মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হয়েছে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মানকুন্ডু মানসিক হাসপাতালের আমূল সংস্কার, আবাসিকদের থাকার পাকাবাড়ি তৈরি হয়েছে। এ বার শ্রমিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিতে হার্টের যাবতীয় জটিল ও কঠিন অসুখের চিকিৎসারও পথ খুলে গেল ভদ্রেশ্বরে।’

বারবার অসুস্থতা নিয়েও হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা শেষ করল পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন দু’বার অসুস্থ হয়ে পড়ে এক পরীক্ষার্থী। প্রথমে অসুস্থ হলে তাকে ভর্তি করা হয় মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানেই বাকি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও, পড়ে সেখানেও পরীক্ষা দেওয়ার সময় ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই পরীক্ষার্থী। উদ্ধার করে অসুস্থ ছাত্রীকে নিয়ে আসা হয় কালনা

মহকুমা হাসপাতালে। কালনা মহকুমা হাসপাতালের বেডেই শেষমেস করা হয় পরীক্ষার ব্যবস্থা। হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা শেষ করে অসুস্থ ছাত্রী। জানা গিয়েছে, বেগপুর ইউনিয়ন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী পূজা হাঁসদার পরীক্ষার সিট পড়েছিল কাকুরিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুলে। শুক্রবার ইতিহাস পরীক্ষার দিন সেখানে পরীক্ষা দিতে যায় সে, পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎই তার খিচুনি অনুভব হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। শিক্ষকরা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পর পরীক্ষায় বসে সে। পরে সেখানেও অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। তাকে পরবর্তী সময় কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে ওই ছাত্রীর পরীক্ষার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষিক শিক্ষিকা ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বালুরঘাটে ‘পাড়ায় সমাধান’ প্রকল্পের ৩২টি কাজের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বালুরঘাট পৌরসভায় শুরু হল নতুন ৩২টি প্রকল্পের কাজ। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচির অধীনে এই উন্নয়নমূলক কাজগুলোর ওয়ার্ক অর্ডার বা কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তৃণমূল স্তরের মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে শহর পরিকল্পনার এই উদ্যোগ এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বালুরঘাট পৌরসভার ‘সুবর্ণতট’ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্যাদেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, কার্যনির্বাহী আধিকারিক অজয় কুমার প্রসাদ, কাউন্সিলর শ্যামল কুমার সাহা ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, অনুমোদিত ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১টি সিভিল কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ সংক্রান্ত এবং একটি বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬০.৫ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা বলেন, ‘এটি মুখ্যমন্ত্রীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষই আমাদের জানিয়েছেন তাদের এলাকায় ঠিক কী ধরণের উন্নয়ন প্রয়োজন। সেই মতামতের ভিত্তিতেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। শুক্রবার আমরা বালুরঘাট পৌরসভার বিভিন্ন প্রান্তের জন্য ৩২টি প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করলাম।’ পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের মতে, সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারায় উন্নয়নমূলক কাজ আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে। সময়মতো কাজগুলো শেষ হলে শহরের পরিকাঠামো এবং নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন পৌর কর্তৃপক্ষ।

মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: স্কুলের ভেতরে পরীক্ষা দিচ্ছে ছেলেমেয়েরা। তাই স্কুলের মাঠে অভিভাবকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা শেষের অপেক্ষায় বসেছিলেন। আচমকাই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে অভিভাবকদের কামড় বসাল মৌমাছির দল। ঘটনাটি ঘটে গুসকরা পি.পি ইনস্টিটিউশন সংলগ্ন এলাকায়। মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত হন বহু অভিভাবক। মৌমাছির আক্রমণ থেকে ছাড় পায়নি ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরাও। হঠাৎ মৌমাছির আক্রমণে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয় অভিভাবক-সহ পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও। স্কুল মাঠ সংলগ্ন গাছের কোঠরে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বড় মৌচাক বাসা বেঁধে ছিল। স্থানীয়দের অনুমান, কোনও শিকারী কিংবা পাখি মধু খেতে গিয়ে মৌচাকে আঘাত করার ফলে মৌমাছিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই মাঠে থাকা অভিভাবক ও আশপাশের মানুষজনকে কামড়াতে শুরু করে। জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে সাত জনকে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (CIN) - L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com • ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষ
	৩১-ডিসে.-২৫	৩০-সেপ্টে.-২৫	৩১-ডিসে.-২৪	৩১-ডিসে.-২৫	৩১-ডিসে.-২৪	৩১-মার্চ-২৫	৩১-ডিসে.-২৫	৩০-সেপ্টে.-২৫	৩১-ডিসে.-২৪	৩১-ডিসে.-২৫	৩১-ডিসে.-২৪	৩১-মার্চ-২৫
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৯.৪৬	৯.৭৮	১০.৭২	২৮.৯১	৩০.০৯	৪০.৪০	৩৪,৫৭৩.৭০	৩০,১৩২.০৬	২৮,১২৯.০৫	৯৪,৫৪৮.৫৮	৮২,৫১১.৪১	১,১১,০৯৫.৪৬
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(৪০.৯৯)	(২৭.৯৮)	(১০.৪৯)	(৭৯.৯২)	(৬৪.৫৪)	(৭১.৩৭)	৯১.৮৭	(১,৮৪৭.১১)	(৩,৭০০.৮৭)	১,২৬৩.৪২	২৬৮.২৭	(২২৩.১৯)
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৪০.৯৯)	(২৭.৯৮)	(১০.৪৯)	(৭৯.৯২)	(৬৪.৫৪)	(৭১.৩৭)	৯১.৮৭	(১,৮৬৩.৭২)	(৩,৯২৪.১৯)	১,২৬৪.৮১	(১৮,৮২২.৬৪)	(১৯,২৮৬.১০)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৪০.৯৯)	(২৭.৯৮)	(১০.৪৯)	(৭৯.৯২)	(৬৪.৫৪)	(৭১.৩৭)	৩৬.৮৭	(১,৫৪৩.৯৩)	(৪,০০২.৫২)	১,১৫২.১৫	(১৪,০৩১.১১)	(১২,২৭৩.৯০)
সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(৪১.৭৩)	(২৮.২৭)	(৯.৯৭)	(৮১.৪৭)	(৬২.৯৮)	(৭২.৯৮)	৫১.১১	(১,৫১১.১০)	(৩,৭৭০.২৯)	১,২২৩.৫২	(১৫,০৮৪.২৭)	(১৩,৩৯৯.১০)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০ টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
সংরক্ষণ (পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	২৩,৯৯৯.৪৮	-	-	-	-	-	৬৩,৮০৬.০৫
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.১৩)*	(০.০৯)*	(০.০৩)*	(০.২৫)*	(০.২০)*	(০.২২)*	০.৩৫*	(৩.৯৯)*	(৮.৪৭)*	৩.৮৮*	(৩২.৯৬)*	(২৮.৬৬)*
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.১৩)*	(০.০৯)*	(০.০৩)*	(০.২৫)*	(০.২০)*	(০.২২)*	০.৩৫*	(৩.৯৯)*	(৮.৪৭)*	৩.৮৮*	(৩২.৯৬)*	(২৮.৬৬)*

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
১. উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহ) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবপেজ www.sastasundarventures.com/Pdf/Unaudited_Financial_Results_Standalone_and_Consolidated_31122025.pdf -এ পাওয়া যাবে এবং নীচে দেওয়া নিম্নলিখিত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
২. আইএনডি এএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫, ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,৪০৮.৭১	১২,২৫৪.৩১	১২,৩৫৮.২২	৩০,৪৭৫.১৪	৩২,৫৮৬.২৪	৪১,২৭৫.৪৬	১০,৬৮৩.১১	১৩,২২৭.৭২	১২,৭৬৩.৮৯	৩২,৭৪৮.৩০	৩৩,৯২৪.১১	৪৪,৩১৭.৮৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৬৭৩.২০	১,৮৮৬.৩৭	৫৪০.৬৭	২,১৪৩.২০	২,২৬০.৫৬	৫১৬.১০	৫৩০.৬১	১,৬২১.৭৫	৩২০.৯১	১,৫৯৯.৪৭	১,৬৭৪.১৮	১,৩০২.৪৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৬৭৩.২০	১,৮৮৬.৩৭	১,৭৪৪.৭০	২,১৪৩.২০	৩,৪৬৪.৫৯	১,৭১১.৪১	৫৩০.৬১	১,৬২১.৭৫	১,৫২৪.৯৪	১,৫৯৯.৪৭	২,৮৭৮.২১	২,৪৯৭.৭৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৫৯৬.৯৯	১,৬৯১.০৩	১,৫২২.৭৬	১,৮৭৯.০২	৩,০৫৪.৬৩	১,৫০৩.৮৭	৪৫৪.৪০	১,৪২৬.৪১	১,৩০৩.০০	১,৩৩৫.২৯	২,৪৬৮.২৫	২,৬৭২.১২
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৫৯৯.১২	১,৭২৮.৫০	১,৪৮৮.৩০	১,৯৩২.৩৪	৩,০৮৩.৪২	১,৫৫৭.৯৭	৪৭১.৬৮	১,৫১৯.৩৯	১,২৮৮.৭২	১,৪৭০.১০	২,৫১৮.৯৫	২,৭৭২.৮৮
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৮০	৭.৯২	৭.১৩	৮.৮০	১৪.৩১	৭.০৫	২.১৩	৬.৬৮	৬.১১	৬.২৬	১১.৫৭	১২.৫২

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট এনএসই এবং বিএসই-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillander-sarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।
২. পূর্ববর্তী বছর/সময়ের সংখ্যাগুলিকে প্রয়োজনমতো পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি: রেপো রেট আবারও অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, মুদ্রা নীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরবিআই-এর সুদের হারে আপাতত হচ্ছে না কোনও বদল। তিন দিনের মুদ্রানীতি কমিটি বা এমপিসির (মনিটারি পলিসি কমিটি) বৈঠকের পর এ কথা ঘোষণা করেন সঞ্জয় মালহোত্রা।

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, 'এই বছরের প্রথম নীতিমালায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা নতুন বছরের মাত্র দ্বিতীয় মাসে আছি এবং ইতিমধ্যেই ভূ-রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য শুল্ক ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি প্রত্যক্ষ করেছি। বর্ধিত ভূ-রাজনৈতিক আবহ এবং ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মধ্যে, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে একটি ভালো অবস্থানে রয়েছে।' তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সতর্ক হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপটে, বন্ড বাজারের মনোভাব মন্দার মধ্যে রয়েছে, যা আর্থিক স্থায়িত্বের উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে। তবে, প্রযুক্তিগত স্টক দ্বারা পরিচালিত ইকুইটি বাজারগুলি আশাবাদী রয়েছে।'

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা আরও বলেছেন, 'নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সহনশীলতার সীমার নীচে ছিল। আগামী বছরের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির জন্য সংশোধিত পূর্বাভাস যথাক্রমে ৪ এবং ৪.২, যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এখনও মৃদু এবং মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে।

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/ Enit-11/2025-26 dated-03/02/2026
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, **Suri-II Panchayat Samiti**, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **17.02.2026.** **Details are available on www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 17/EN/SB/2025-2026(4th call), (BCW) (Sl No-01) Dated:03/02/2026. The last date of online submission of tender is 10/02/2026 upto 14:00
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/18/25-26 ই-টেন্ডার তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
ই-টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন- ১ টি পিভিসি হ্যান্ড টিউব ওয়েল এর নতুন সংস্থাপন দ্বারা জল সরবরাহের উন্নয়ন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত, সরকারি এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অফিস ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) ১৭.০২.২০২৬, বিকেল ৩ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৮৪(১)/২৫-২৬
৬.২.২৬
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
ওয়াটার সাপ্লাই
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE
NIT NO. BEUP/05/MBDA/2025-2026
Executive Officer, Mohabani Development Authority, Invites On-line tender for **New Construction Work and Modification Work** Under Mohabani Development Authority. source of Fund **Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpa (Keshpur AC)** work in the district-Paschim Medinipur. Information is available in the web site **www.wbtenders.gov.in** and also, Mohabani Development Authority notice board, Bid Submission Start **Date-07-02-2026 at 12:00 Hrs**, and last date of application on **14-02-2026 up to 12:00 PM.**
Executive Officer & Member Secretary
Mohabani Development Authority & Sub-Divisional Officer, Medinipur Sadar

TENDER NOTICE
NIT NO. BEUP/04/MBDA/2025-2026
Executive Officer, Mohabani Development Authority, Invites On-line tender for **New Construction Work and Modification Work** Under Mohabani Development Authority. source of Fund **Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpa (Keshpur AC)** work in the district-Paschim Medinipur. Information is available in the web site **www.wbtenders.gov.in** and also, Mohabani Development Authority notice board, Bid Submission Start **Date-07-02-2026 at 12:00 Hrs**, and last date of application on **14-02-2026 up to 12:00 PM.**
Executive Officer & Member Secretary
Mohabani Development Authority & Sub-Divisional Officer, Medinipur Sadar

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 23/EN/SB/2025-2026(3rd call), (APAS-2025-26) (Sl No 1-12) Dated:- 03/02/2026. The last date of online submission of tender is 10/02/2026 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender has been invited under **APAS Scheme for E-Tender No.: 91/TUBE WELL/ PIPE LINE/P56/57/59/64/ JGP/APAS/ 2026, Dated: 05.02.2026 (2nd Call),** Bid submission end date: **14.02.2026.** Bid submission start date: **05.02.2026.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender has been invited under **APAS Scheme for E-Tender No.: 97/CLEANING/ P61/63/77/78/JGP/APAS/ 2026, Dated: 05.02.2026 (2nd Call),** Bid submission end date: **14.02.2026.** Bid submission start date: **05.02.2026.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender has been invited under **APAS Scheme for E-Tender No.: 95/P55 to P78/ POLE CONNECTION/JGP/ APAS/2026, Dated: 05.02.2026 (2nd Call),** Bid submission end date: **14.02.2026.** Bid submission start date: **05.02.2026.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-16/25-26
Memo No: 107, Date- 02/02/2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **03/02/2026.** Bid Submission end Date- **09/02/2026.** Bid Opening Date- **11/02/2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti

Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-15/25-26 2nd Call, Memo No: 108, Date- 03/02/2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **03/02/2026.** Bid Submission end Date- **11/02/2026.** Bid Opening Date- **13/02/2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti

পূর্ব রেলওয়ে
এনআইটি নং ২৬১_২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৪.০২.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক যেসব টেন্ডারদাতাদের একই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেচ/সিপিডবলুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের সাথে নিবন্ধীকৃত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **[সিনিয়র ডিইএন/এসপিএল/এইচডবলুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে]। এনআইটি নং ২৬১_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণঃ** এইএন/এসপিএল/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়ার রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ল্যান্ডস্কেপিং উন্নয়ন, উদ্যানপালন কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,৬২,৮২,২৩৯.০৬ **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৩১,৪০০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, অনলাইনে টেন্ডারটি পরবর্তী কর্মদিবসে খোলা হবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০২.২০২৬ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদানঃ** ই-টেন্ডারের ক্ষেত্রে বায়না মূল্য (ইএমডি) এবং টেন্ডারের নথির খরচের পেমেন্ট নেটব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রহণীয় হবে। কোন ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।
HWH-589/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3547, Dt. 02/02/2026** for Repairing of Community Toilet in Different Area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998991_1,** Last Date of Bid Submission **16/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. EQ. No. 100/PW/ Eng/APAS/25 Dt. 18-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM-NOTICE
1. Internal Electrification of Toilet (P.T) at Debgar Narapukur beside of Baisakhi Sporting Club under scheme APAS BOOTH NO-206 in ward no-11 within Bongaon Municipality.
Tender reference:
NIT/294/BM/2025-26/APAS
Date: 30.01.2026
1. Last date and time of receiving application for tender documents **09.02.2026 at 4.00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **11.02.2026 at 4.00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **13.02.2026 at 2.00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document- **13.02.2026 at 3.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Surface drain in different booths, in ward no.-20, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/298/BM/2025-26/APAS
Date: 05.02.2026
TENDER ID:
2026_MAD_5011117_1,
2026_MAD_5011117_2,
2026_MAD_5011117_3,
2026_MAD_5011117_4,
2026_MAD_5011117_5,
2026_MAD_5011117_6,
2026_MAD_5011117_7,
2026_MAD_5011117_8,
2026_MAD_5011117_8,
2026_MAD_5011117_9,
2026_MAD_5011117_10
1. Bid Submission Start date **06.02.2026 at 18.00.** 2. Prebid meeting date **09.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **13.02.2026 at 18:00.** 4. Bid opening date: **16.01.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Tender Notice
E-Tender notice is hereby invited on behalf of Prodhan, Chanduria-I GP, Vill. + P.O- Chanduria, Dt.- Nadia vide **E NIT No-19(e)/CH-1/15th CFC/ 2025-26 Dated-06.02.2026.** Last date of bid submission **16.02.2026.** Details information are available in **www.eteder.wb.nic.in** and Chanduria-1 GP office.
Sd/- Prodhan
Chanduria-1 G.P
Chanduria, Nadia

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-3546, Dt. 02/02/2026** for Civil Works in Different Area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998965_1-2,** Last Date of Bid Submission **23/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3545, Dt. 02/02/2026** for Civil Works in Different Area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998601_1-13,** Last Date of Bid Submission **16/02/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Surface drain in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/APAS (2ND call)
Date: 05.02.2026
Tender ID- TENDER ID-
2026_MAD_5011122_1,
2026_MAD_5011122_2,
2026_MAD_5011122_3,
2026_MAD_5011122_4,
2026_MAD_5011122_5,
2026_MAD_5011122_6,
2026_MAD_5011122_7,
2026_MAD_5011122_8,
2026_MAD_5011122_9,
2026_MAD_5011122_10,
2026_MAD_5011122_11,
2026_MAD_5011122_12
1. Bid Submission Start date **06.02.2026 at 18.00.** 2. Prebid meeting date- **09.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **13.02.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date: **16.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 22/EN/SB/2025-2026(4th call), (Pathashree-2025-26) (Sl No-1 to 2) Dated:-03/02/2026. The last date. of online submission of tender is 17/02/2026 upto 14:00
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in different booth No.-240, in ward no.-20, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/299/BM/2025-26/APAS
Date: 05.02.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5011115_1
1. Bid Submission Start date **06.02.2026 at 18.00.** 2. Prebid meeting date **09.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **13.02.2026 at 18:00.** 4. Bid opening date: **16.01.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill-Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 09/PGP/15 th FC/Tied/ 2025-26. Date of publishing: **06/02/2026 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **06/02/2026 from 10.00 a.m** Bid Downloading ends : **21/02/2026 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **21/02/2026 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **23/02/2026 at 4.00 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM-NOTICE
1. Construction of Public Toilet at Debgar Narapukur. Beside of Baisakhi Sporting Club under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan, Booth No-206 in ward no -11 under Bongaon Municipality.
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/293/BM/2025-26/APAS/A
Date: 30.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010344_1
1. Bid Submission Start date **30.01.2026 at 6.55 PM.** 2. End date- **13.02.2026 at 6.55 PM.** 3. Bid opening date: **16.02.2026 at 06.55 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of C. Drain	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-23/2025-26	9.63 Lakh	16.02.2026 at 2.00 PM

For details visit- **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2079/25-26 Dated 06.02.2026	Upgradation of concrete road at Aghore Sarani bye lane at Ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,85,800.00

Bid Submission end date: **16.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2078/25-26 Dated 06.02.2026	Estimate for road renovation work at A) Nabagram jhil road via kaltala more B) Estimate for road renovation work at A) Nabagram jhil road via kaltala more B) Sreekhonda Biswabani school to dadpur culvert main road C) Nabigha more to Samrat shop via Bibek Sangha & Nabadut Sangha in Ward no.05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 17,40,723.00

Bid Submission end date: **23.02.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Memo. No.: DMC/APAS/05 **Dated: 04/02/2026**
TIME EXTENSION
Tender ID : 2026_MAD_5009387_1, 2026_MAD_5009380_1, 2026_MAD_5009321_1, 2026_MAD_5009298_1, 2026_MAD_5009298_2, 2026_MAD_5009357_1, 2026_MAD_5009357_2
The Bid Submission Closing (online) is extended up to 097-FEB-2026 up to 5.00 PM & Bid Opening Date for Technical Proposal (online) 11-FEB-2026 up to 5.00 PM. The other terms and conditions will remain unaltered.
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Sd/- Executive Engineer, Durgapur Municipal Corporation**

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P. area. **1. Memo no.-37/Bijur-II/2026,Tender no.-36/2025-26, 2. Memo no.-38/ Bijur-II/2026, Tender no.-37/2025-26, Date-03/02/2026** Closing date and time of Bid Submission - **14/02/2026 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board & website- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTender are being invited from the bidders w.r.t.Tender **2026_ZPHD_999648_1, 2026_ZPHD_999763_1, 2026_ZPHD_999763_2, 2026_ZPHD_999763_3, 2026_ZPHD_999763_4, 2026_ZPHD_999763_5, 2026_ ZPHD_1000435_1, 2026_ZPHD_1000435_2, 2026_ZPHD_1000435_3,2026_ZPHD_100043 5_4,2026_ZPHD_1000435_5** Last date of tender dropping **14-02-2026 up to 10 AM.** And opening date of the tenders **16-02-2026 at 12.00 P.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 53/25-26/FCXV/T Dated 06.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **21.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 54/25-26/MF/T Dated 06.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **21.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2076/25-26 Dated 05.02.2026	Upgradation of Brick Pavement road at Pashchatya Para road near Viti house at Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,46,579.00
WBMAD/ULB/ RSM/2077/25-26 Dated 05.02.2026	Construction of Surface Drain at rup nagar at Ward No-16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,77,943.00

Bid Submission end date: 16.02.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards"under APAS scheme within Raghunathpur Municipality "(Corrigendum Notice)"

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	06-02-2026	01.14 pm onwards
2.	Bid submissin Start Date & Time	29-01-2026	10.30 am onwards
3.	Bid submission Close date & time	12-02-2026	18.55 Hrs. Onwards
4.	Opening date	14-02-2026	10.30 am onwards

Tender Id:
2026_MAD_5010019_1 | 2026_MAD_5010020_1 | 2026_MAD_5010013_1
For more details Please logon to https://tenders.wb.gov.in/ nicgep/app
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 547 to 561/2025-2026, Dated- 05-02-2026 & 06-02-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Nadia, Purba Medinipur, Jhargram & Mursidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **05-02-2026 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **13-02-2026 & 19-02-2026 upto 11.30 pm.**
Date: 06.02.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

আদ্রা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ এবং পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে আদ্রা ডিভিশনের পে অ্যান্ড ইউজ এবং পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ক্যাটালগটি ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ প্রকাশিত হয়েছে। **ক্রম নং; ক্যাটাগরি; নিলাম ক্যাটালগ নং; লট নং/ক্যাটাগরি;** যথাক্রমে **নিলাম শুরু ও নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: (১); পে অ্যান্ড ইউজ;** পেএনইউ২৭; পিএনইউ-আদ্রা-ভিএএ-টিওআই-৬০-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট); ২০.০২.২০২৬ তারিখে ১২:০০ টা; ২০.০২.২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টা। **(২); পার্কিং;** পার্ক১০২; পার্কিং-আদ্রা-ভিএসইউ-এমএক্স-৮৫-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্র); ১৯.০২.২০২৬ সকাল ১২:০০ টায়; ১৯.০২.২০২৬ সকাল ১২:৩০ টায়। **(৩); পার্কিং;** পার্ক১০৩; পার্কিং-আদ্রা-এমডিকেডি-টিডব্লিউ-৮-২৬-১ (পার্কিং-দুই চাকা); ২০.০২.২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়; ২০.০২.২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়। **দ্রষ্টব্য:-** আগ্রহী দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের **www.ireps.gov.in** ই-নিলাম লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(PR-1156) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension **for the Online tender is invited by the undersigned for the works:** "Repair and Renovation of Electrical Installation, Air conditioners, Sub-Station, Fire detection system of Madinat-ul-Hujjaj campus at New Town, Rajarhat, Kolkata- 700 160 in connection with Haj Operation 2026----Repair and renovation of Fire Detection System." Tender No: **WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ 20/25-26** & e-Tender ID No. **2025_WBPWD_995464_1.**

	EXISTING	Extended up-to
Bid proposal submission end Date (Online)	06.02.2026 up to 15:00 Hrs.	13.02.2026 up to 15:00 Hrs.
Opening Date for Technical Bid (Online)	09.02.2026 at 15:05 Hrs.	16.02.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
SD/- Assistant Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Sub-Division-I

পূর্ব রেলওয়ে
নোটিশ আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিওএম/সিএটিজি অ্যান্ড ভেন্ড /নিউ ইনিশিয়েটিভ/এইচ ডব্লু এইচ/২০ **তারিখ ঃ** ০৫.০২.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম ভবন, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১-এর কর্তৃক হাওড়া স্টেশনে রেল কোচ রেস্তোরাঁ ৫ বছরের জন্য বরাদ্দের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. আরসিআর-এইচডবলুএইচ-২০২৬-১; এসইকিউ নং.ঃ এএ/১; লট নং/ক্যাটাগরি;** এমএসএস-এইচডবলুএইচ-এইচডবলুএইচ-আরসিআর-৭-২৫-১(এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস - রেল কোচ রেস্ট্রোরেন্ট); **বিবরণঃ** ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা এর মাধ্যমে; **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬; **শেষ তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.০২.২০২৬, ১২ঃ৩০ঃ০০; **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** ঃ ০.২; **ইএমডি** ঃ ১০%; **টার্নওভার প্রয়োজন** ঃ ০।
HWH-593/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Memo. No.: DMC/APAS/BR-1/06 **Dated: 06/02/2026**
TIME EXTENSION
1. WBDMC/W/231(APAS) of 25-26 (3rd Call) Tender ID - 2026_MAD_5009643_3
2. WBDMC/W/319(APAS) of 25-26 (3rd Call) Tender ID - 2026_MAD_5009868_1
3. WBDMC/W/157(APAS) of 25-26 (3rd Call) Tender ID - 2026_MAD_5009997_1
4. WBDMC/W/67(APAS) of 25-26 (3rd Call) Tender ID - 2026_MAD_5009914_1
The Bid submission Closing Date will be 10-02-2026 up to 9.00 AM in lieu of 05-02-2026 upto 9.00 AM and Bid Opening Date will 12-02-2026 after 9.00 AM in lieu of 07-02-2026 after 9.00 AM. The other terms and conditions will remain unchanged.The other terms and conditions will remain unaltered.
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Sd/- Executive Engineer, Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-61/2025-26 Dated 06.01.2026 (Sl. No.- 5, 6, 7, 8)
ADDA/DGP/ED/N-62/2025-26 Dated 06.01.2026 (Sl. No.- 1)
ADDA/DGP/ED/N-67/2025-26 Dated 15.01.2026 (Sl. No.- 1)
ADDA/DGP/ED/N-69/2025-26 Dated 16.01.2026 (Sl. No.- 1, 2)
ADDA/DGP/ED/N-71/2025-26 Dated 20.01.2026 (Sl. No.- 1, 2)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 12.02.2026 in place of 05.02.26 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_985397_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_985423_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_985442_1 **(4)** Tender ID No. 2026_ADDA_992259_1 **(5)** Tender ID No. 2026_ADDA_985456_1 **(6)** Tender ID No. 2026_ADDA_984777_1 **(7)** Tender ID No. 2026_ADDA_989234_1 **(8)** Tender ID No. 2026_ADDA_990737_1 **(9)** Tender ID No. 2026_ADDA_990752_1 **(10)** Tender ID No. 2026_ADDA_992246_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

" CONTRACT AT AF STN SALUA 2026-27"
The Station Commander, Air Force Station Salua invites sealed tenders to run the following contract at Air Force Station Salua for the period from **01 Mar 26 to 28 Feb 27** (The same may be renewed another term of **two years** on the basis of satisfactory performances). Interested persons may apply. **(Ex-servicemen will be given priority)**.
Name of Contract & Monthly reserved rebate (Rs)
1. **Barber Shop** : 1500 + Rent & Allied, 2. **RO Plant** : 2250 + Rent & Allied, 3. **Photocopy and electrical / electronic repair Shop** : 2500 + Rent & Allied, 4. **Scrap Vendor** : 1650/- (No Rent & Allied with no space provide), 5. **Cable TV Operator & Broadband Connection** : 4500/- (No Rent & Allied with no space provide), 6. **Waste food collector** : 5000/- (No Rent & Allied with no space provide)
2. Tender forms will be available at SI Office, AF Stn Salua from **09 Feb 26** to **13 Feb 26** at a cost of **Rs. 200/-** on all working days between **0900hrs** to **1300hrs.** Sealed tenders are to be deposited in the tender box available at **Sub guard room** latest by cease work on **19 Feb 26** (R) **19 Feb 26.** Concerned Tenders / Bidders are invited to witness the opening of sealed tenders by the board of Officers on **20 Feb 26** at **1200 hrs.**
3. Successful bidders will have deposit security towards the payment of electricity and water charges, which would be equal to a minimum of three months' rebate. Sd/- **Senior Administrative officer**, Air Force Station, Salua

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Drain from Nimai Ruidas House to Mahesdar Singh, Booth No.- 210, Ward No.- 31, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/151(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011023_1 • Estimated Amount : 4,07,787.00/-
Last Date : 14th February 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Laying of 25mm Dia PVC underground Pipe Line for 1No. Street Tap at Viswanathpally, AC-277, Booth No.- 213, Ward- 31, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/155(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011028_1 • Estimated Amount : 31,585.00/-
Last Date : 14th February 2026, up to 05:00 pm
3) Name of the Work: Laying of 50mm, 25mm, 20mm Dia PVC underground Pipe Line for 2Nos Street Tap at Bouri Para Supritya Hazra, AC- 277, Booth No.- 240, Ward- 30, Borough- 04.
e-Tender No. : WBDMC/W/115(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011035_1 • Estimated Amount : 1,31,747/-
Last Date : 14th February 2026, up to 05:00 pm
4) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at BOGL Plant Side Colony under Ward No.- 30 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/44(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011038_1 • Estimated Amount : 1,73,043.00/-
Last Date : 14th February 2026, up to 05:00 pm
5) Name of the Work: Extension of LT O/H Distribution of ACSR Conductor at Geetanjali Park, Sagarbhanga under Ward No.- 28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/208(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5011017_1 • Estimated Amount : 16,206.00/-
Last Date : 14th February 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

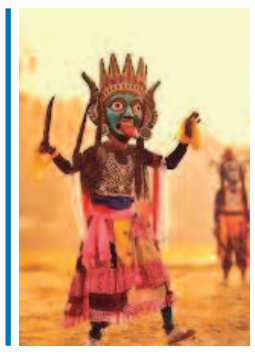

লোকসংস্কৃতিতে নারীদের অবদান

প্রবাদ প্রবচনেও নারীদের ভূমিকা আছে। নারী কর্তৃক অসংখ্য প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীই প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি করেছেন মনসা ভাসানের পালা, কিংবা শীতলা মঙ্গলের প্রবাদ নারীদের সৃষ্টি ও তারা ধারাবাহিকভাবে সেটি মনে রেখে চলে। আসলে ছেলেবেলা থেকে যে লৌকিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নারী রক্তের মধ্যে, চিন্তা চেতনা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে ধরে রেখেছে তারই ঐতিহ্যের জোরে স্মৃতি আর শ্রুতির ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে। সুশীল কুমার দে উল্লেখ করেছেন 'এমন দিন ছিল যখন আমাদের দেশের মেয়েরা কথায় কথায় ছড়া কাটিত... যাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালির দ্বন্দ্বকলহ, দ্বেষ- হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন সংকীর্ণতা, অক্ষমতা অসহিষ্ণুতা পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আস্তাকুঁড় পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, তারা ভালো মন্দ লইয়া রক্তমাংসে গড়া মানুষ।'

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৩০১ বঙ্গাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ঐতিহ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও আরও ৬০ বছর আগেই এই লোকসাহিত্যচর্চার শুরু হয়েছিল। এই লোকসাহিত্যে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। লোকসাহিত্যে নারীদের বিভিন্ন কথা, ছড়া, প্রবাদ, সঙ্গীত, লোকনাটক ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বরুণ কুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন ' পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙালি যখন অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন, আত্মমর্যাদাহীন বাঙালি জাতির কাছে যখন জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি তা ছিল অবহেলিত অজ্ঞাত সেই সময়ে রেভারেন্ট উইলিয়াম মর্টন নামে এক বিদেশি পাদ্রী ১৮৩২ সালে 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' নামে ৮০৩ টি বাংলা প্রবাদ ৭০ টি সংস্কৃত প্রবাদের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বললে বোধ করি আপত্তি হবেনা বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার বীজ এভাবে একজন বিদেশিয়ের দ্বারাই উপ্ত হয় পরবর্তীকালে মহীরূহের আকারে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায়'। (অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৮)

লোকসাহিত্য চর্চায় নারীর সৃষ্টি ও অনুশীলন একটি বিস্ময়কর বিষয়। গ্রামীণ নারী সমাজই লোক পুরান, লোক নাটক, গীতিকা, ছড়া লোকসাহিত্যের সমস্ত আঙ্গিককে সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণ করেছে। সমগ্র লোকসাহিত্যে নারীর অবদানের কথা স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরমার ঝুলি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ' এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্ত ক্ষেত্রে উপর দিয়া অশান্ত হইয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ন চলিয়া আসিতেছে ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃ স্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উচ্চারিত।'

সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা নারীদের অবদান লোকসাহিত্যে কতখানি তা জানতে পারব। সন্তানের জন্মে পুরুষের ভূমিকা থাকলেও নারী লোকসংস্কৃতির অবশ্যই স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ নারী মনের কামনা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত জন্ম কথা কাব্যগ্রন্থে। ইচ্ছা হয়েছিলি মনের মাঝারে/আমার চিরকালের আশায়, /আমার সকল ভালবাসায়/আমার মায়ের দিদি মায়ের পরানে/আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে/ছড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে/তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

লোকসাহিত্যে যে ছড়ার বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তা নারীরাও সৃষ্টি করেছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানো ভোলানোর প্রশ্নে পুরুষের অপেক্ষা নারীদের ভূমিকা ও বেশি। শিশুর মা রা সেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিশুর পিতার ভূমিকা অনেকটাই এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মায়ের তুলনায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলে ভুলানো মেয়েলি ছড়া সংগ্রহে বলেছেন ' হাট ঘাট বাঁধা রীতিমত সাধু ভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে গৃহ চারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়। (লোকসাহিত্য পৃষ্ঠা ১৪৯) আবার লোকসাহিত্যে এমন কোন কোন ছড়া আছে সেগুলি নারী সৃষ্টি করেছে না পুরুষ সৃষ্টি করেছে তাই নিয়েও সংশয় আছে, যেমন শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র/গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ/ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মরতমানের কলা/লুটিয়ে নুটিয়ে খায় যত গোপের বালা/নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এলো ধেয়ে/তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড়, নাচে খেয়ে খেয়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম্য সমাজ প্রবন্ধে লিখেছেন ' দেখিলাম এই গোয়াল ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারি করিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রসারণ কুটিল কটাক্ষপথে গ্রাম্য কবির কবিতায় ছন্দে বন্ধে সুর তালে মাটি-ঘাটে জলে স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে'। লোকসাহিত্যে ছড়া সৃষ্টিতে নারীদের যে অবদান তা

প্রচলিত তা নারীদেরই সৃষ্টি। যেমন বাপ দিলেন শাঁখাশাড়ি মা দিলেন ঝারি/ঝপ করে মা বিদেয় কর রথ এসেছে ভারি/এ রথে যাব না মাগো, ফিরতি রথে যাব/সিকি পয়সার পান কিনে ননদ ভাজে খাবো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইছামতি উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের নারীদের পরিচয় আছে। যেমন বোন যদি সতীন হয় তাহলে ছড়াটি হল নিম তিতো নিসিন্দা তিতো/তিতো মাকাল ফল/তা হতে অধিক তিতো কন্যা/বোন সতীনের ঘর। শাশুড়ি বৌমার যে মন কষাকষি তাও ছড়ায় স্থান পেয়েছে যেমন কত পোড়া পুরলা গো আল্লাহ/পুড়াইয়া করলা ছাই/কার কাছে করলাম নালিশ/জাগা ত আর নাই/সুখ করগো পুতের বউ/সুখ তোমারে দিছে/এই সুখ আছিল আমার।

প্রবাদ প্রবচনেও নারীদের ভূমিকা আছে। নারী কর্তৃক অসংখ্য প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীই প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি করেছেন মনসা ভাসানের পালা, কিংবা শীতলা মঙ্গলের প্রবাদ নারীদের সৃষ্টি ও তারা ধারাবাহিকভাবে সেটি মনে রেখে চলে। আসলে ছেলেবেলা থেকে যে লৌকিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নারী রক্তের মধ্যে, চিন্তা চেতনা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে ধরে রেখেছে তারই ঐতিহ্যের জোরে স্মৃতি আর শ্রুতির ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে। সুশীল কুমার দে উল্লেখ করেছেন ' এমন দিন ছিল যখন আমাদের দেশের মেয়েরা কথায় কথায় ছড়া কাটিত... যাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালির দ্বন্দ্বকলহ, দ্বেষ- হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন সংকীর্ণতা, অক্ষমতা অসহিষ্ণুতা পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আস্তাকুঁড় পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, তারা ভালো মন্দ লইয়া রক্তমাংসে গড়া মানুষ।'পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তির আনন্দ নারীর প্রবাদে আমরা পাই যেমন শাশুড়ি নেই, ননদ নেই, কার করি ডর/আগে খাব পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর/রূপকথাতেও নারীর অনন্য ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ' এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালি বালকের চিত্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অশান্ত হইয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃ স্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যের রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সকলকেই শুক্লসন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং গানে শান্ত করিয়াছে নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপ উৎসারিত।(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরমার ঝুলি পৃষ্ঠা ৮৩৯)।

ব্রত কথাতেও নারীদের একাধিপত্য অনস্বীকার্য। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েলী ব্রত গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতের কথার অনুন্নত বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা হল ' যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তারা দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না-যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ রূপে পরিচিত হইতে চাহে। এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রত কথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না'। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আরো বলেছেন' মেয়েলি ব্রতের কথাগুলি মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গিতে রচিত, ইহার শ্রোতা বক্তা সমস্ত স্ত্রীলোক। কোন প্রবীণা রমণী এই ছড়া ও কথাগুলি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যখন বর্ণনা করেন শ্রোতৃ মন্ডলীও শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন যাতে কথাগুলি তাঁহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই সমস্ত ব্রতপাখ্যান হইতে আমাদের রমণীগণ স্বামী ভক্তি দেব ভক্তি ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি স্নেহ মমতা ইন্দ্রিয় সংযম ধৈর্য তিতিক্ষা প্রভৃতি বিবৃত রূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন'।

লোকসাহিত্যের অনুশীলনের পরম্পরা বজায় রাখতে স্মৃতিতে ধরে রাখতে ঠাকুমা দিদিমা ও নারীর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো গীতিকা।গীতিকা গুলোতেও নারীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। কবি চন্দ্রাবতীর দুটি গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতির প্রতি তার মমত্ব বাংলার নারী সাহিত্যের অনুশীলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতি সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা অসাধারণ।

এখানে দেওয়া হলো ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি যেয়ো/খাট নেই পালং নেই পোকার চোখে বোসো। ঘুমপাড়ানি ছড়ার এই আকুতি মা ছাড়া আর কারোরও হতে পারে না। শিশুরা মায়ের কোলে যে নিশ্চিন্তে ঘুমায়, সেটা কোন পুরুষ মানুষের কোলে হয় না। তাই নারী সৃষ্ট ছড়া হলো, আয় ঘুম আয় কলাবাগান দিয়ে/হৈড়ে পানা মেঘ করেছে/লখার মা নথ পড়েছে কপাল ফুটো করে/আমানি খেতে দাঁত ভেঙেছে সিঁদুর পড়বে কিসে। শিশুদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে মায়ের যে চিন্তা আয় ঘুম ঘুম যাই ঘুম ঘুম/খোকার চোখে আয়/ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি/ঘুমের বাড়ি যায়/পাড়ার যত ছেলেদের ঘুম/সোনার চোখে আয়। ঘুমপাড়ানি ছড়া ছাড়াও অসংখ্য ছেলে ভুলানো ছড়ার স্রষ্টা হলেন মহিলারা। গ্রামে কৃষিকার্য পুরুষেরা করলেও মহিলারা ধানের বীজতলা তৈরি করে, চারাধান জমিতে পোঁতে।, বাংলার গ্রামীণ নারী ধান রোপন করার সময় পুরুষকে সাহায্য করে। খুকুকে শান্ত করতে মায়ের মুখেও অনেক ছড়া শোনা যায়। খোকন আদরের ধন ছেলে/কাঁদতে জানেনা/ঘুম পাড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে/জেগে থাকে না/খাবার দিলে খেয়ে ফেলে/সরিয়ে ফেলে না/বই দিলে পড়ে ফেলে/ছিড়ে ফেলেনা। শিশুর কান্না ঘুমতে না যাওয়া খাবার খেতে অনিচ্ছা সবকিছুই মাকে সহ্য করতে হয়। অনেক ভুলিয়ে শিশুকে মা বসে আনে। তাই এমন ছড়া মা ছাড়া আর কারো সৃষ্টি হতে পারে না। ননদ, জা, শাশুড়ি, সতীন প্রমুখ ও আত্মীয়দের নিয়ে যে ছড়া